কালো ড্র্যাগন

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্. এ.

ভুমিকা

ইং ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নানা জায়গা দেখবার স্বল্প সুযোগ ও সুবিধা আমার হয়েছিল। সেই সময় আমি প্রবাসী-ভারতীয়, চীনা, জাপানী, থাই, লাও এবং ব্রহ্মদেশীয় অনেক লোকের কাছ থেকে অনেক অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছি। তারই একটি কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত। যা'তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে বিদেশ সম্বন্ধে কোন-রকম ভ্রান্ত-ধারণা সৃষ্টি না হ'তে পারে এই জন্য বইখানিতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হ'য়েছে এবং কোথাও ইতিহাস এবং ভূগোলকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্ভুল বিবরণই দেওয়া হ'য়েছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীদের মনের সরল এ্যাডভেঞ্চারের প্রলোভনকে কতকটা তৃপ্তি দেওয়াই আমার এই কাহিনী-রচনার মূল উদ্দেশ্য। তাদের ভাল লাগলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করব।

পরিশেষে, এই পুস্তক মুদ্রণে সহায়তা করবার জন্য 'কমলা বুক ডিপো'র কর্ত্তৃপক্ষকে এবং বিশেষভাবে উক্ত পুস্তকালয়ের প্রকাশক শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম. এ. বি. এল্.কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

কলিকাতা
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল।
ইং—১০।৩।৫১

শ্রীপরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

আমার

স্বর্গত সুহৃদ্ সাহিত্যিক

৺বিজয় ব্যানার্জ্জির

অম্লান স্মৃতির উদ্দেশে—

'লেখক'

কালো ড্র্যাগন

এক

শীতের সকাল, ইং ১৯৪৭ সাল। ঠাণ্ডা হাওয়া হিমালয়ের তুষারময় উপত্যকা থেকে গড়িয়ে এসে বেতুইনের মত হাজির হয়েছে বাঙলার শ্যামল সমতলে। সূর্য্যদেবের মিষ্টি কিরণ যেন তাকে আদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কুয়াসার আবরণ ভেদ করে।

ক'লকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে একটি বিখ্যাত হোটেলের একটি সুসজ্জিত ঘরে বসে তরুণ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উৎপল রায় আনমনে তাকিয়ে আছে খোলা জানালাটা দিয়ে সুনীল আকাশের দিকে আর ভাবছে সাত-পাঁচ কথা। জীবনটা কি সত্যিই অর্থোপার্জ্জনের জন্য, না তার মধ্যে আছে আরো কিছু বৃহত্তর অর্থ অথবা সংজ্ঞা? সত্যিই এই একটানা দৈনিক জীবনধারা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। এর মধ্যে কি কোন ভাবেই কোন বৈচিত্র্য আনা যায় না? উৎপল এই রকম ভাবতে ভাবতে যখন শেষ সত্যে উপনীত হল যে এর চেয়ে একটা দুর্ঘটনা হওয়াও ভাল, এমন সময় বেয়ারা ট্রেতে করে তার প্রভাতিক জলখাবার এবং একটি নামের কার্ড নিয়ে এল। কার্ডটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে সেটা তুলে নিল। দেখল তা'তে লেখা আছে পুরোণো বন্ধু অজয় ব্যানার্জ্জির নাম। অজয় তার সঙ্গে এক কলেজেই পড়ত;

মাঝে শুনেছিল সে নাকি মিলিটারি অফিসার হয়ে যুদ্ধে ইটালিতে গেছে। অনেক দিন পরে সে এসেছে দেখে উৎপলের আনন্দের আর সীমা রইল না। সে বেয়ারাকে বল্‌ল তাকে তখনই তার কাছে নিয়ে আসতে। সঙ্গে একথাও তাকে জানিয়ে দিল যে সে যেন আর একজনের ব্রেকফাষ্ট্ নিয়ে আসে। খানিক পরে অজয় এসে ঘরে ঢুকল। তার ছিপ্‌ছিপে, ফর্সা, ও লম্বা চেহারা দেখে উৎপল তার দিকে মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইল এবং ঠাট্টা করে বল্‌ল "কিরে জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে গোলা-গুলি ছুঁড়েও দেখছি তোর আগের কমনীয়তা এতটুকু কমেনি।"

তার নির্দ্দেশে একটি চেয়ার দখল করে একটু মৃদু হেসে অজয় প্রত্যুত্তর দিল "তুই কি ভেবেছিলি যুদ্ধে যেয়ে আমি কামানের ইস্পাত হয়ে গেছি?"

চায়ের সঙ্গে দুই বন্ধুর প্রথম উচ্ছ্বাসের পালা যখন শেষ হ'ল, তখন অজয় তার শুভ্র ললাটে একটি চিন্তার রেখা টেনে বল্‌ল "ভাই আজ প্রথম সাক্ষাতেই একটা সাহায্যের জন্য এসেছি। জানিনা তুই আমাকে সত্যিই সাহায্য করতে রাজী হবি কিনা।"

উৎপল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তার বন্ধুর হাত চেপে বলল "বল্ ভাই, একটা মানুষের পক্ষে যদি তা' সম্ভব হয় ত নিশ্চয়ই করব। এর মধ্যে রাজী-অরাজীর কোন কথাই উঠতে পারে না।"

"তোর বোধ হয় মনে আছে যে যখন আমরা কলেজে পড়তাম তখন তোকে বলেছিলাম যে আমার এক কাকা

জাপানের কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। পরে কোন ভাবে জানতে পারি যে যুদ্ধের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে নেতাজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যা হোক্, কাল বিমান ডাকে সিঙ্গাপুর থেকে কাকার একটা চিঠি পেয়েছি, পড়ে দেখ্।" এই বলে অজয় একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বুক পকেট থেকে বার করে উৎপলকে দিল।

উৎপল ক্ষিপ্র হাতে সেটা নিয়ে পড়তে লাগল। তা'তে লেখা আছে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে ঃ

— নং সেরাঙ্গুন রোড,
সিঙ্গাপুর।
২২।৯।৪৭

স্নেহের অজয়,

অনেক দিন পরে তোমার কাছে চিঠি লিখছি, জানিনা তুমি এখন কত বড় হ'য়েছ এবং কেমন আছ। তবে ছোট বেলায় ও কৈশোরে তোমাকে যে রকম দেখেছিলাম তাতে আমার পক্ষে এই ধারণা করাই স্বাভাবিক যে, তুমি এখন একজন শিক্ষিত এবং সাহসী যুবক হ'য়ে দাঁড়িয়েছ।

তোমার কাছে আজ একটা বড় প্রয়োজনে চিঠি লিখছি। তুমি আর কাল বিলম্ব না করে এখানে চলে এস। চিঠিতে কারণ জানাতে পারছি না। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে। একটা কথা জেনে রেখ আমি অসুস্থ। কতগুলি কথা তোমাকে

না জানিয়ে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব না। আমার কথামত চল্‌লে তুমি ও তোমার ভবিষ্যত বংশধরেরা চিরদিন ধনী হ'য়ে থাকবে। একটা রিভলবার সঙ্গে আনতে ভুলো না।

আশা করি ভাল আছ।

আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার কাকা।

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে উৎপল সেটা গম্ভীরভাবে অজয়কে ফেরৎ দিয়ে বলল "যতদূর সম্ভব, মনে হচ্ছে, কোন গুপ্তধনের ব্যাপার। ব্যাপারটা যে খুবই রোমাঞ্চকর সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এখন বল্ তোকে আমি কি সাহায্য করতে পারি।"

অজয় শান্ত ও অবিচলিত কণ্ঠে বলল "তোকে আমার সঙ্গে সিঙ্গাপুর যেতে হবে। তুই রাজী আছিস ?"

"এ বিষয় ত স্পষ্ট করে তোকে আগেই বলেছি। আমাকে যে মুল্লুকে সাহায্যের জন্য যেতে বলিস, সে মুল্লুকেই যাব। সিঙ্গাপুর ত ঘরের কাছে।

"কিন্তু তাতে যে তোর ব্যবসায়ের ভীষণ ক্ষতি হবে।"

"তা হোক্, আমি আমার অংশীদারের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য ছুটি নেব।"

"আচ্ছা, কবে যাওয়াটা তুই সঙ্গত মনে করিস্ ?"

"আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির ছাড়পত্র

......পকেট থেকে একখানা কালো চক্‌চকে রিভলবার
বার করে দরজার দিকে ত্বার ঘোড়া টিপল

(Pass-port) দ্রুত যোগাড় করতে যে কটা দিন লাগবে। তার পরই আমরা রওনা হব।”

“এতগুলি দেশের, যথা শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি জায়গার ছাড়পত্র নিয়ে কি করবি! খালি সিঙ্গাপুর প্রবেশের কোন বিশেষ অনুমতি-পত্র নিলেই ত হয়।”

উৎপল গম্ভীরভাবে উত্তর দিল “আমার দৃঢ় ধারণা খালি সিঙ্গাপুর গেলেই আমাদের চলবে না। আমাদের হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার আরও নানা জায়গায় যেতে হতে পারে।”

অজয় যেন কি একটা কথা সম্মতিসূচক ভাবে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে কথাটা না বলেই উৎপলের নিদারুণ বিস্ময় সৃষ্টি করে তার কোটের পকেট থেকে একখানা কালো চক্‌চকে রিভলবার বা’র করে ডান দিকের অল্প ভেজান দরজার দিকে দু’বার ঘোড়া টিপল। রিভলবারে “সায়লেন্সার” (নিঃশব্দকরণ যন্ত্র) লাগান ছিল বলে খুব সামান্যই আওয়াজ হল, এবং হোটেলের অন্য লোক শুনতে পেল না।

উৎপল ত্রস্তভাবে বলে উঠল “কি হোল, কি হোল”। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত দেরাজ খুলে তার নিজের রিভলবারটাও নিতে ভুলল্‌না। অজয় দৌড়ে দরজাটা ভাল করে খুলে চারদিক দেখে বল্‌ল “না, ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই, সে পালিয়েছে। কে যেন দরজার ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে আমার দিকে একটা পিস্তল লক্ষ্য করছিল। আমার গুলি ছুঁড়তে আর এক সেকেণ্ড

দেরী হ'লে, হয়ত আমাদের এক জনের প্রাণ খোয়া যেত। যে এসেছিল সে যে আমাদের সুহৃদ নয় সে বিষয় নিশ্চিত।

উৎপল বলল "আজ বোধ হয়, এক নূতন রহস্যের সুত্রপাত হ'ল। তোমার কাকার চিঠির সঙ্গে নিশ্চয়ই এর কোন সংশ্রব আছে।"

"সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের বেয়ারাটাকে কিছু জিজ্ঞেস করা ভাল।"

কথাটা উৎপলের খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল। সে তখনই বেয়ারা'কে ডাক্‌ল। তাকে এবং অন্যান্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে ঘণ্টা দুই আগে একজন সুশ্রী চীনা ভদ্রলোক হোটেলে 'বিলিয়ার্ড' খেলতে এসেছিলেন এবং এই মাত্র তিনি বেরিয়ে গেছেন।

তারা দু'জন হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলে যে, তিনি ঐ চীনা ভদ্রলোকটিকে চেনেন কিনা? তিনি মাথা নেড়ে বল্‌লেন যে তার সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না।

অজয় এবং উৎপল তাদের নিজের ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা ঠিক করবার জন্য আবার নিজেদের ঘরে চলে গেল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রিভলবারটা পরীক্ষা করতে করতে উৎপল বল্‌ল "এবার থেকে আমাদের সাবধান থাকাই ভাল।"

"সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই," অজয় উত্তর দিল।

দুই

Pass-port যোগাড় এবং বিদেশে যাবার অন্যান্য আয়োজন করতেই দু'বন্ধুর কয়েকটা দিন নিদারুণ পরিশ্রমে কেটে গেল।

এই রকম একদিন বিকেলে কোন একটা কাজ করে অজয় যখন চৌরঙ্গী দিয়ে ফিরছিল তখন তার মনে হ'ল কে যেন শিকারী কুকুরের মত সাবধানে পা ফেলে তার পেছন পেছন আসছে। সে বার বার পেছন দিকে তাকাল। কিন্তু এত লোকের মধ্যে কাউকেই তেমন সন্দেহ করতে পারল না। হঠাৎ সে দেখতে পেল পাশ দিয়ে একটা সবুজ রঙের খালি ট্যাক্সি ধীরে ধীরে যাচ্ছে। অজয় আর কাল বিলম্ব না করে সেই ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে তা'তে উঠে পরল। ট্যাক্সিটা তাকে নিয়ে দ্রুত ভবানিপুরের দিকে এগোতে লাগল। তারপর হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল তার ঘাড়ে একটা ঠাণ্ডা পিস্তলের নলের স্পর্শ লেগে। অজয় চকিতে ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন সুবেশধারী চীনা ভদ্রলোক তার ঘাড়ের কাছে একটা ছোট্ট পিস্তল উচিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে! অজয়ের কিছু বলবার আগেই সে পরিস্কার বাঙলায় বল্‌ল "অজয়বাবু, একটু নড়েছেন ত আপনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলব।"

"আমার ওপর জুলুম করে আপনার মত ডাকাতের কোন লাভই হবেনা। কারণ আমার পকেটে এখন পঞ্চাশ টাকার বেশী কিছু নেই। পিস্তল না দেখিয়ে এমনি চাইলেও সেটা

হয়ত দিতুম, কারণ আমার এখন সময় অত্যন্ত মূল্যবান,” বল্‌ল অজয় বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে।

চীনা দস্যু তার কথায় মন না দিয়ে তার বাঁ হাত দিয়ে একটা “ক্লোরফর্ম্ম”-সিক্ত রুমাল তার নাকে চেপে ধরল। অজয় প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু অকস্মাৎ তার মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌ল।

যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন সে দেখতে পেল যে সে একটা ক্ষুদ্র ঘরে একটা স্প্রীংএর খাটের ওপর সর্ব্বাঙ্গ রজ্জুতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরটা বৈদ্যুতিক আলোতে সমুজ্জ্বল। তার আশে পাশে দামী ইয়োরোপীয় পোষাক পরিহিত কয়েকজন চীনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনকে অজয় চিন্‌তে পারল। সে সেই ট্যাক্সির চীনা দস্যু। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল “কুওমিন্‌টাং”-চীনের সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল চিয়াং কাইশেকের ছবি টাঙ্গান। পাশেই রয়েছে তাঁর পরলোকগত বন্ধু আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ছবি। অজয় চোখ মেলতেই একজন চীনা তাকে জোর করে কি যেন একটা আরক খাইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অজয় নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। এই ভাবে স্তব্ধতার মধ্যে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হবার পর একজন তরুণ চীনা তার পরিচিত চীনাকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করল—“বলুন কর্নেল লী এখন এই বাঙ্গালী গুণ্ডাটার কাছ

থেকে কি করে কথা আদায় করব। নিরীহ মিঃ হুয়াং ত ওর হাত থেকে সেদিন অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।"

অজয় বুঝতে পারল মিঃ হুয়াংই তাদের হোটেলে হত্যা করতে এসেছিল। তাকে "নিরীহ" আখ্যা দেওয়ায় এত দুঃখেও সে না হেসে পারল না।

পরিচিত চীনা একবার তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীর স্বরে উত্তর দিল "আমাদের মাননীয় জেনারেল চেন্ লূর প্রবর্ত্তিত উৎপীড়নের ৬নং পন্থাটি অবলম্বন করলে সমস্ত মানুষেরই মুখ খুলে যায়; একটা বাঙালী ত সামান্য।" এই বিদ্রূপে ক্রোধে অজয়ের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। সে ভাবল যে এটা যদি ইটালির রণাঙ্গন হ'ত তা হোলে এই কাপুরুষ কটাকে সে নিজে হাতে 'মেশিন গান্' দিয়ে মারত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা ভীতি এবং তিক্ততাও এল। এরা তার ওপর কি রকম ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করতে চায় কে জানে! তবে একটা জিনিষ সে নজর করল যে এই চীনাদের মধ্যে প্রত্যেককেই উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। একটা জিনিষ তার মনে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। এরা কি সাধারণ দস্যু না চীনের কোন বড় রাজনৈতিক দলের সদস্য? অজয় যখন এইরকম ভাবছে তখন দেখতে পেল ক্যাপ্টেন লী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার কাছে বসল। তারপর সে ধীরে ধীরে তাকে প্রশ্ন করল "সিঙ্গাপুর থেকে আপনার কাছে কি খবর এসেছে জানালে আমরা অত্যন্ত বাধিত হব।"

অজয় দৃঢ় এবং নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিল "আপনার এই অনধিকার চর্চ্চাকে আমি কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারব না।

"এর কি ফল আপনি জানেন ?"

"জানা আবশ্যক বোধ করি না।"

একটা শ্বাপদের মত হিংস্র গর্জ্জন করে লী বল্ল "পাঁচ মিনিট সময় দিলাম ভেবে দেখুন।" "যদি আমি এর মধ্যে না বলি তবে আপনি কি করবেন ?"—অজয় ওষ্ঠ দংশন করে জিজ্ঞেস করল। "মাননীয় জেনারেল চেন্ লূর প্রবর্ত্তিত উপায়ে আপনার একটা হাত কিম্বা পা করাত দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় কাটা হবে।"

অজয় শিউরে উঠল এবং আতঙ্কে তার কপাল ভীষণভাবে ঘেমে উঠল। সে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল "মাননীয় জেনারেল চেন্ লূ, তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারা উচিত।" ঠাশ্ করে একটা চড় এসে পড়ল হাত পা দড়িতে বাঁধা অজয়ের গালে। ক্যাপ্টেন লী বোধ হয় তার ওপর ভয়ঙ্কর একটা কিছু করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময় একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটল। হঠাৎ একটা রিভলবারের আওয়াজ হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন লী দু'হাতে তার নিজের পাঁজর চেপে মাটিতে লুটিয়ে পরল। ঘরের অন্য চীনারা এক নিমেষে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল যেন কি একটা ভীষণ বিপদ এগিয়ে আসছে। ঘরটা যখন একেবারে নির্জ্জন হয়ে গেল তখন দেখা গেল কালো মুখোশপরা একজন লোক ঘরে

ঢুকছে। সে একহাতে পিস্তল নিয়ে ধীরে ধীরে অজয়ের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বাঁ হাতে তার পোষাকের অভ্যন্তর থেকে একটা ধারাল ছুরি বার করল। অজয় বিহ্বল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন তার বুকে ছুরিটা আমূলে প্রবেশ করে। কিন্তু তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে লোকটা ছুরিটা দিয়ে তার সমস্ত বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিল এবং নীচু গলায় ইংরাজিতে বল্‌ল "এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে আপনি ডান দিকের দরজাটা দিয়ে পালান।" অজয় দ্রুত তার হুকুম তামিল করল এবং তাড়াতাড়িতে তাকে একটা ধন্যবাদও জানাতে পারল না। পালিয়ে যাবার সময় একবার চেয়ে দেখল রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে ক্যাপ্‌টেন লীর দেহ। যখন সে তাকে দেখ্‌ছিল তখন মুখোশপরা লোকটি বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল "ওর চেতনা আর কোন দিন ফিরে আসবে না।"

বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে এসে নানা গলি ঘুরে অবশেষে সে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে উৎপলের হোটেলে এসে পৌঁছতে তার বিশেষ দেরী হল না। পথে তার কেবলই মনে হতে লাগল "এই মুখোশপরা বন্ধুটিই বা কে এবং জেনারেল চেন্ লূ, ক্যাপ্‌টেন লী এবং তাহাদের রক্তপিপাসু সাঙ্গোপাঙ্গরাই বা কারা?" সে এর কোন সত্যিকারের সমাধানই করতে পারল না।

উৎপল যখন অজয়ের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুন্‌ল তখন সে তাকে বল্‌ল "ভাই আর দেরী নয়। বেশী সময় নষ্ট করলে

সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এক অলৌকিক উপায়ে এ যাত্রায় তোমার প্রাণটা দেহ পিঞ্জরে টিকে আছে। দ্বিতীয়বার এই অজ্ঞাত শত্রুর হাতে তুমি অথবা আমি পড়লে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। মুখোশপরা বন্ধুটির আবির্ভাব হয়ত সেবার আর হবে না। চল আমরা তাড়াতাড়ি সিঙ্গাপুরের দিকে রওনা হই।"

অজয় বল্‌ল "ঠিক বলেছ, আমাদের ছাড়-পত্র (passport) যখন পাওয়া গেছে, তখন চল কালই বিমানে সিঙ্গাপুর রওনা হই। জাহাজে যেতে গেলে অনেক সময় লাগবে।"

উৎপল তার কথায় পূর্ণ সম্মতি জানাল।

তিন

অশ্রান্ত আওয়াজ করতে করতে একটা বিমান দিনের বেলায় উড়ে চল্‌ছে বঙ্গোপসাগরের ওপর আকাশ দিয়ে। কাঁচে আঁটা জানালার ধারে বসে অজয় এবং উৎপল চেয়ে রয়েছে মেঘের রাজত্বের দিকে। নীচের কালো সমুদ্র এবং ওপরের আকাশ যেন কি এক মহান স্বপ্নে বিভোর হয়ে মিলিত হয়েছে দূরে দিগন্তের দিকে। তারা দু'জন নির্ব্বাক হয়ে অনুভব করতে লাগল প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য।

এ দৃশ্য দেখে তারা মৃদুস্বরে না গেয়ে পারল না রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"র একটি গান—

"আকাশ তলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোণার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে—
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।" ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে এরোপ্লেনের একটানা বোঁ বোঁ শব্দে দু'জনের, বিশেষ করে উৎপলের, কাণ ব্যথা করতে লাগল। উৎপল কি আর করবে; সে নিরুপায় হয়ে নিজে হাতে তার কাণ রগ্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তার অবস্থা দেখে অজয় না হেসে আর পারল না। এমন সময় কাছে বসা একজন এশিয়াবাসী ভদ্রলোক তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। তিনি বল্লেন তার দেশ শ্যামে। তার নাম নায়-সুচিত অথবা সুচিত্ত। তিনি শ্যাম দেশের সঙ্গে ভারতের গভীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে নানা কথা বল্লেন। এই কৃষ্টিগত মিলন যে, প্রাচীন ভারতের বীরদের বিদেশে অগনিত উপনিবেশ স্থাপনের ফল সে বিষয় অজয় এবং উৎপলের কোন সন্দেহ রইল না। নায়-সুচিত্তের কথায় তাদের মন গর্ব্বে ও আনন্দে ভরে উঠল।

নানা আলাপের ভেতর দিয়ে তারা লক্ষ্য করল যে নায়-স্যুচিত একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। উৎপলের কাণ ব্যথা শুনে তিনি একগাল হেসে তাকে একটা chewing gum এর প্যাকেট দিলেন আর বল্লেন "এগুলো চিবোন, তা'হলে আপনার কাণব্যথা অনেকটা সেরে যাবে। হ'লও তাই—chewing gum চিবোনোর সঙ্গে সঙ্গে উৎপলের কাণব্যথা প্রায় সেরে গেল।

যথাসময়ে প্লেন সিঙ্গাপুরের 'এয়োরোড্রমে' পাক খেয়ে নামল। বিমান থেকে অবতরণ করবার সময় ভীড়ের মধ্যে অজয়ের মনে হল কে যেন তার পকেটে হাত দিল। দ্রুত পেছন দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল না কে তার পকেটে হাত দিল। অজয় কেবল দেখতে পেল কয়েকজন ইয়োরোপীয়ান এবং ইন্দোনেশীয় যাত্রিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নায়-স্যুচিত একজন বিমান কর্ম্মচারিকে যেন কি বোঝাচ্ছেন। উৎপল আগেই নেমে পড়েছিল। অজয় প্লেন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পকেটে হাত দিয়ে দেখল সেখান থেকে কিছুই খোয়া যায়নি বটে তবে একটা ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। সেটা খুলে দেখল বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে "সবসময় সাবধানে থাকবেন, কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আপনার শত্রুরা সিঙ্গাপুর ছেয়ে আছে। ইতি—বন্ধু"। অজয় উৎপলকে ব্যাপারটা বল্‌ল। সে বল্‌ল "আমার ভাই মনে হয়, এর সঙ্গে নায়-স্যুচিতের কোন সম্পর্ক আছে।" উৎপল বলল "যদিও তা' অসম্ভব নয়, আমরা তা'

জোরগলায় বলতে পারি না। তাছাড়া এতে তার কিই বা স্বার্থ থাকতে পারে ?”

“হয়ত এমন কিছু স্বার্থ থাকতে পারে, যা আমরা এখনও জানিনা।”

“সে যাই হোক্ এই অজ্ঞাত বন্ধুকে নমস্কার”, গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল উৎপল।

তারা দু'জন যথাসময় হোটেল এ্যাডেল্‌ফিতে (Adelphy) তাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে বিকেলবেলা ট্যাক্সি করে রওনা হল অজয়ের কাকার কাছে সেরাঙ্গুন রোড (Serangoon Road) দিকে। তাদের ট্যাক্সিটা যখন কোলম্যান ষ্ট্রীটে এসে পড়ল তখন তাদের মনে হল আর একটা ট্যাক্সি যেন তাদের গাড়ীটাকে অনুসরণ করছে। র‍্যাফ্‌লস্ (Raffles) যাদুঘরের কাছে পেছনের গাড়ীটা খুব কাছে এসে পড়ল। এমন সময় হঠাৎ অজয় মাথাটা নীচু করে উৎপলকে বলল, “মাথাটা নীচু কর্”। দু'জনেই মাথা নীচু করবার সঙ্গে সঙ্গে দুরুম্ করে একটা আওয়াজ হল এবং একটা উত্তপ্ত বুলেট গাড়ীর পেছনের কাঁচ চুরমার করে তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছাদ ফুটো করে চলে গেল। অজয় আর উৎপল এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে ভয় পেল। যদি তা' কোন নিরীহ পথচারীর গায়ে লাগে ? এদিকে আরও কয়েকটা গুলি তাদের ট্যাক্সির গায়ে বিঁধ্‌তে লাগল। ঠিক্ এমন সময় একটা ষ্টেন্‌গান ছোঁড়ার আওয়াজ কাণে এল এবং প্রচণ্ড শব্দে অনুসরণকারী ট্যাক্সিটার দুটো টায়ার ফেটে

গেল। পথে দেখতে দেখতে বহু লোক জড় হয়ে গেল এবং কয়েক 'ট্রাক্' পুলিশ এসে হাজির হল।

অজয় এবং উৎপল কিছুক্ষণের জন্য পুলিশের জেরার মধ্যে পড়ল। তারা পেছনের অর্দ্ধভগ্ন গাড়ীটার কাছে এসে এক বিভৎস দৃশ্য দেখতে পেল। দেখল দু'জন চীনা গাড়ীর মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একজনের মাথার খুলি ষ্টেন্ গানের গুলিতে উড়ে গিয়েছে। আর একজনের পাঁজরে গুলি লেগেছে তার হাতে তখনও একটি মুষ্টিবদ্ধ রিভলবার। বুঝল, সেই তাদের দিকে অনর্গল গুলি বৃষ্টি করেছিল। সিঙ্গাপুর পুলিশের কাছে তারা যথারীতি ঘটনাটির জবাবদিহি করল। অবশ্য তাদের মূল উদ্দেশ্য, সবই চেপে গেল। পুলিশের কাছে তারা জানতে পারল যে এরকম খুনোখুনি নাকি সিঙ্গাপুরে নূতন নয়। মাঝে মাঝে পথেঘাটে নাকি সশস্ত্র মারামারি হয়। তবে সেগুলি অধিকাংশই রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। এই ব্যাপারে কে যে ষ্টেন্‌গানের গুলি ছুঁড়েছে তা' জানা গেল না। জিনিষটা অনেকটা রহস্যময়ই রয়ে গেল। তবে পথচারীদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করল যে তাদের ধারণা কয়েকজন অজ্ঞাত লোক একটা চলন্ত মোটর থেকে কোন জাপানী-"ষ্টেন্‌গান্" ছুঁড়ে পালিয়ে গেছে।

পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা আবার যথারীতি রওনা হল তাদের গন্তব্যস্থানের দিকে।

সিঙ্গাপুর তাদের ভারী ভাল লাগতে লাগল। কি সুন্দর

এই সহর ! পথঘাট কত পরিস্কার ! পথচারীদের মধ্যে অধিকাংশই চীনা ; তবে ভারতীয় এবং ইয়রোপীয়ও অনেক আছে দেখতে পেল।

যথাসময় তারা তাদের গন্তব্যস্থলে এসে পড়ল। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তারা একটা বড় ফ্ল্যাট ধাঁচের বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। তার তেতলায় উঠে তারা একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশের ঘরগুলি থেকে মদ এবং চণ্ডুর উৎকট গন্ধ ভেসে আসছিল। অজয়ের কাকা যে ওই ঘরে থাকতেন, তারা জানতে পেরেছিল নিকটস্থ একজন মাদ্রাজী দোকানদারের কাছ থেকে।

কম্পিত হৃদয়ে অজয় দরজাতে আঙ্গুল দিয়ে মৃদু আঘাত করল। কিছুক্ষণ পরে একজন বুড়োমতন চীনা দরজাটা খুলে দিল। তারা পরিচয় দিলে সে তাদের ভেতরে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দেখ্‌তে পেল একটা খাটিয়ার ওপর একজন রুগী শুয়ে আছে। তার পাশে একটা টেবিলের ওপর নানা রকম ওষুধের শিশি। কাছে গিয়ে অজয় চিনতে পারল সেই তার কাকা অতীশ ব্যানার্জি। তিনি জেগে ছিলেন। অজয়কে দেখে অকস্মাৎ তার পাণ্ডুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অজয় আর উৎপল তার রুগ্ন এবং মুমূর্ষু অবস্থা দেখে অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করল।

২

চার

প্রথম উচ্ছ্বাসের পালা যখন শেষ হ'ল, তখন অতীশবাবু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন "তোমাদের আজ আমি ডেকেছি শুশ্রুষার লোভে নয়। মৃত্যুর আগে তোমাদের আজ আমি এমন এক ধনভাণ্ডারের হদিশ দেব যার এক অংশ লাভ করলে তোমরা চিরদিনের মত ধনী হ'য়ে যেতে পার অথবা মাতৃভূমির প্রভূত কল্যাণের জন্য তা' ব্যবহার করতে পার।" এই পর্য্যন্ত বলে তিনি তার বৃদ্ধ চীনা ভৃত্যকে (যে দরজা খুলে দিয়েছিল) বল্‌লেন চারদিকে সাবধানে নজর রাখতে। তারপর অজয় এবং উৎপলের দিকে ইঙ্গিত করলেন একটা শিশি থেকে একদাগ ওষুধ খাইয়ে দিতে। ওষুধ খাওয়া হ'য়ে গেলে অতীশবাবু আবার বলতে লাগলেন "যুদ্ধের সময় অষ্ট্রেলিয়া থেকে অনেক তাল্‌ সোনা চালান যাচ্ছিল আমেরিকায়। একটা 'ক্রুজার' এ করে এই সোনা চালান যাচ্ছিল। এই যুদ্ধের জাহাজের নাম ছিল 'মিচিগান'। জাপানীরা গোপনে এই খবর পায়, এবং হঠাৎ নিউজীল্যাণ্ডএর কাছে চারটে সাব্‌মেরিন দিয়ে ভয় দেখিয়ে এই জাহাজের সেনানীদের কাবু করে এবং তাদের প্রায় বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। তারপর সেই স্বর্ণভাণ্ডার জাপানীরা লুণ্ঠন করে এবং ক্রমে তা' সুদূর প্রাচ্যের অন্যতম জাপানী সেনানায়ক জেনারেল তেরুচির হাতে এসে পড়ে। জেনারেল তেরুচি এই সোনা জাপানী

ডেষ্ট্রয়ার 'সিংটাও' দিয়ে টোকিও পাঠান। কিন্তু পথে আমেরিকান সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজের আক্রমণের আশঙ্কায় 'সিংটাও' সিঙ্গাপুরে ফিরে আসে এবং জেনারেল তেরুচি তার সোনা সমায়িকভাবে বঙ্গোপসাগরের শ্যাম অধিকৃত 'পুকেত' অথবা 'উজোংসালাং' দ্বীপে লুক্কায়িত রাখেন। এরপর আকস্মিক হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আনবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী যুদ্ধের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। "মিচিগান" জাহাজের সোনার কথাও একটা রহস্যে পরিণত হয়ে যায়।" এই পর্য্যন্ত বলে অতীশবাবু একটু থামলেন। অজয় এবং উৎপল অধীরভাবে বল্‌ল 'তারপর'। খানিকক্ষণ চুপ্‌ করে থেকে তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন। "যুদ্ধে হেরে যাবার পর জাপানী সৈন্যরা এবং নেতাজীর আই, এন, এর সৈন্যরা দলে দলে বন্দী হ'তে লাগল। এইরকম আমরা কয়েকজন 'আজাদ হিন্দ্‌' বাহিনীর সভ্য এবং প্রায় চল্লিশ জন জাপানী অফিসার মালয়ে অবস্থিত কুয়ালালামপুর জেলে বন্দী ছিলাম। সেখানে একটা 'সেলে' আমি আর জাপানী অফিসার কর্ণেল তামুরা থাকতাম। ভারতবর্ষে আমাদের নিয়ে বিরাট আন্দোলন হওয়াতে আমার ওপর কম অত্যাচার হ'ত। কিন্তু হতভাগ্য কর্ণেল তামুরার ওপর ইংরেজ ও আমেরিকান কর্তৃপক্ষ নিদারুণ অত্যাচার করত। একদিন তাকে কয়েকজন সাধারণ আমেরিকান সৈন্য এশিয়াবাসীদের নামে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে নিদারুণভাবে চাবুক দিয়ে

প্রহার করতে লাগল। সে নিষ্ঠুর এবং অপমানজনক দৃশ্য কাউরির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।" বলতে বলতে অতীশবাবু উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন এবং কয়েক সেকেণ্ড দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন "আমি তখন হতভাগ্য তামুরার সামনেই ছিলাম এবং আর সহ্য করতে না পেরে যারা চাবুক মারছিল তাদের একজনের হাত থেকে হঠাৎ একটা চাবুক কেড়ে নিয়ে তাদের পাগলের মত এলোপাতাড়ি মারতে লাগলাম। ফলে ভীষন গোলমাল আরম্ভ হ'য়ে গেল এবং আমিও তাদের মারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়লাম। পরে শুনলাম দু'জন আমেরিকানও আমার মারে অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে আহত হ'য়েছিল।

এই ব্যাপারটা নিয়ে জেলে খুব হৈচৈ পড়ে যায় এবং পাছে গোলমালটা খুব ছড়িয়ে যায় এই ভয়ে জেলের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপার থেকে আমাকে ও তামুরাকে রেহাই দেয়। যাহোক এই ঘটনার পর থেকে তামুরার আমার ওপর ভালবাসা শতগুণ বেড়ে গেল। একদিন সে জানতে পারল শিগ্‌গিরই তার টোকিও যেতে হবে। সেখানে যুদ্ধবন্দী হিসাবে তার হবে বিচার এবং তার ফল যে মৃত্যুদণ্ড এ বিষয় তার কোন সন্দেহ ছিলনা। তাই একদিন সে আমাকে আড়ালে ডেকে বল্‌ল, মিঃ ব্যানার্জ্জি আজ আমি আপনাকে এক অমূল্য গুপ্তধনের সন্ধান দেব। এরপর সে আমাকে জানাল জেঃ তেরুচির প্রেরিত সোনার তালগুলি এখন কোথায় আছে। এই সোনা নাকি

···এই নাও সেই গুপ্তধনের নক্সা·

এখন আছে বঙ্গোপসাগরে মালয় উপদ্বীপের কাছে 'পুকেত' অথবা 'উজোং-সালাং' দ্বীপের এক শৈলগহ্বরে।" এই পর্য্যন্ত বলে অজয়ের কাকা বিছানার তলথেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বার করে সেটা উৎপলের হাতে দিয়ে বল্‌লেন "আজ আমি চাই এই স্বর্ণভাণ্ডার তোমাদের হস্তগত হোক্। এই নাও সেই গুপ্তধনের নক্সা। তোমাদের এটা না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি শান্তিতে মরতে পারব না। কিন্তু সাবধান কুওমিন্-টাং.........।" তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ ড্রুম্ করে একটা আওয়াজ হ'ল এবং তার মুখ চিরদিনে মত স্তব্ধ হ'য়ে গেল। হতচকিত অজয় এবং উৎপল যেই তাদের রিভলবার বা'র করতে গেল অমনি বজ্রকণ্ঠে কে যেন বলে উঠল "মাথার ওপর হাত তুলতে এক সেকেণ্ড দেরী করলে তোমাদেরও কুকুরের মত গুলি করে মারব।" মাথার ওপর হাত তুলে পেছন দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পেল ন'দশজন চীনা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। কারুর হাতে উদ্যত রিভলবার, কারুর হাতে শানিত ছুরি এবং কারুর হাতে 'ষ্টেন্‌গান্'। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর মনে সাহস এনে অজয় দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌ল "আপনাদের এই অনধিকার প্রবেশের কোন স্পষ্ট কারণ খুঁজে পেলাম না।"

একটা বেঁটে মতন চীনা বিশ্রী হেসে বল্‌ল "এটা আপনাদের চাকর লি হীংও বুঝতে পারেনি। তাই তাকে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি উপহার দিতে হ'য়েছে।"

উৎপল ও অজয় শিউরে উঠ্‌ল। তারা বুঝতে পারল যে অতীশবাবুর চাকর এই নীচ দস্যুদের ছুরির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে।

সেই চীনাটা হঠাৎ একটা হিংস্র চিৎকার করে অতীশবাবুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল "আর এক মিনিটের মধ্যে সেই ম্যাপটা, যেটা ওই ঘৃন্য লোকটা এখুনি তোমাদের দিল, না দিলে তোমাদের শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে সে তার "ষ্টেন্‌গানটা"তে একটা ঝাঁকি দিল। কুৎসিত নিষ্ঠুরতায় তার চোখদুটো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে উঠল। প্রথমটা রাগে ঠোঁট কাম্‌ড়ে তারপর এক সেকেণ্ড কি যেন ভেবে অজয় শান্তকণ্ঠে জবাব দিল "অর্থের চেয়ে যখন জীবনেরই দাম বেশী তখন সেই কাগজটা আমি এখনই আপনাদের দেব।" এই বলে সে উৎপলকে মৃদুস্বরে বাঙলায় বল্‌ল "আমি পকেট থেকে হাত বা'র করবার সঙ্গে সঙ্গে তুই মাটিতে শুয়ে পরিস।" ঘরের মধ্যে এক একটা সেকেণ্ড যেন কাটতে লাগল এক এক ঘণ্টার মত। চীনারা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। অজয় ধীরে ধীরে কোটরে একটা পকেটে হাত প্রবেশ করাল। তারপর বিদ্যুত বেগে কি যেন একটা গোলাকার বস্তু তুলে ছুঁড়ে মারল দস্যুদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিদারুণ বিস্ফোরণের শব্দ হ'ল এবং ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। অজয় এবং উৎপল এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট না করে রিভলবার

বার করে দস্যুদের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল। বিপক্ষ থেকেও কয়েক 'রাউণ্ড' গুলি তাদের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর যে কি হ'ল ঠিক বোঝা গেলনা, তবে কিছুক্ষণ পরে ধোঁয়া কেটে গেলে তারা দেখতে পেল ঘর শূন্য এবং কিছু রক্তের দাগ ও বোমার আঘাতে উৎক্ষিপ্ত 'সিমেন্টের' টুক্‌রো ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে উৎপল জিজ্ঞেস করল "তুই কি ছুঁড়েছিলি?" অজয় উত্তর দিল "একরম খুব ছোট ধরণের বিদেশী বোমা।"

তুই কি মনে কর্‌ছিস আমাদের বোমা এবং রিভলবারের গুলিতে চীনাদের মধ্যে কেউ আহত হ'য়েছে?"

"নিশ্চয়ই তা' হ'য়েছে। রক্তের দাগই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

হঠাৎ বাড়ীটাতে এবং রাস্তায় যেন কাদের ভীষণ হৈচৈ শোনা গেল। একবার তার কাকার শায়িত দেহের দিকে তাকিয়ে অজয় ভারীকণ্ঠে বল্‌ল "আর দেরী নয়। নিশ্চয়ই শব্দ শুনে লোকজন এবং পুলিশ এদিকে ছুটে আসছে। এবার আমার মনে হয় পুলিশের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ না দেওয়াই ভাল। তাছাড়া, তারা আমাদের ওপরই সন্দেহ করবে এবং ফলে আমাদের গুপ্তধনের ম্যাপও তাদের হাতে চলে যেতে পারে। এখন আমাদের আর দেরী না করে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু মৃত কাকার কি হবে?" ত্বরিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল উৎপল।

"এখন শোকের সময় নয়, তার ব্যবস্থা সিংঙ্গাপুর পুলিশই করবে। তুই ভাবিসনা আমি সোনার লোভে ঐ কথা বলছি। পুলিশ আমাদের ধরলে নিশ্চয়ই দু'জনকেই ফাঁশী দেবে। ছাড়া পেলেও তা' এক দীর্ঘস্থায়ী মোকদ্দমার ব্যাপার হবে। এতে দেশে নিদারুণ কলঙ্কের সৃষ্টি হবে। তবে জানিস রুগ্ন কাকাকে অন্তিম মুহূর্ত্তে গুলি করে এইরকম পাশবিকভাবে হত্যা করার প্রতিশোধ আমি নেব।"

জনতার পদশব্দ আরো কাছে আসতে লাগল। দু'জনে আর কালবিলম্ব না করে দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল এবং ক্ষিপ্র পদে জনতাকে ফাঁকি দিয়ে সেরাঙ্গুন রোডে এসে পড়ল। সেখান থেকে একটা 'ট্যাক্সি' করে 'এ্যাডেল্‌ফি' হোটেলে পৌঁছতে তাদের বিশেষ সময় লাগলনা।

সেখানে নিজেদের ঘরে বসে দরজাটা ভাল করে আট্‌কে অজয় আর উৎপল গুপ্তধনের নির্দ্দেশ-মূলক কাগজটির ভাঁজ খুলতে লাগল। খুলে দেখতে পেল ওপরে একটা বড় কাগজ। তা'তে মনে হ'ল জাপানী অক্ষরে ধাঁধাঁর মত কি সব লেখা আছে। সেটা পড়ে তারা কিছুই বুঝতে পারলনা। কিন্তু সেই কাগজটার তলে দেখ্‌ল আর একটা ছোট কাগজ রয়েছে, তা'তে বাঙলায় বড় কাগজের সংক্ষিপ্ত অর্থ দেওয়া আছে। অজয় বল্‌ল "নিশ্চয়ই কাকা কর্ণেল তামুরার সাহায্যে এই অর্থ লিখেছেন।"

উৎপল উত্তর দিল "ঠিক্ বলেছিল, তার ওপর তিনি আবার

বাঙলায় লিখেছেন হয়ত চীনা দস্যুদের কাছে জিনিষটা আরও দূর্ব্বোধ্য ঠেক্‌বে বলে।"

"সত্যিই কাকার বুদ্ধিকে তারিফ করতে ইচ্ছা করে। জিনিষটা সহজ কিন্তু কত কার্য্যকারি।"

"আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়ছে," উৎপল ব্যাগ্রভাবে বল্‌ল "কাকা মরবার আগে কি বলতে যাচ্ছিলেন ?"

"শেষ কথাটিতো মনে পড়ছে অনেকটা, 'সাবধান কুয়োমিন্‌টাং' এর মত।"

"কুয়োমিন্‌টাং ত' চীনদেশে জেনারেল চিয়াং কাইশেক শাসিত সরকারি গভর্ণমেণ্টের নাম। তার সঙ্গে এই দস্যুটার কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে ?"

"সেটা সত্যিই ভাব্‌বার বিষয়" একটা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিল অজয়। "আমার একটা সন্দেহ হয়।"

"কি ?"

"চীনের 'কুওমিন্‌টাং' গভর্ণমেণ্ট এই সোনা নেবার চেষ্টা করছে না ত ?"

"তাহ'লে ত ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আমাদের জীবন সংশয়ের সম্ভাবনাও ত পদে পদে। তবে একটা কথা জেনে রাখিস ; এর মধ্যে একটা আশার আলো আছে।"

"সেটা কি ?" বলেই এক নিমেষ পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে অজয় বলে উঠল "ও, বুঝতে পেরেছি। তুই সেই অজ্ঞাত বন্ধুর কথা বলছিস্‌, যে আমাকে ক'লকাতায় বাঁচিয়েছে·· ···"

তার অসম্পূর্ণ কথা শেষ করল উৎপল "হ্যাঁ, exactly এবং যে আমাদের সাবধান বাণী দিয়েছে সিঙ্গাপুরের বিমান-ক্ষেত্রে।"

এইবার দু'জনে অতীশ বাবুর হাতে বাঙলায় লেখা গুপ্তধনের পথ-নির্দ্দেশটি ভাল করে পড়তে লাগল। তাতে লেখা আছে "মালয়ের পশ্চিম উপকূলে 'উজোং-সালাং' দ্বীপের দক্ষিণে সাগর-তীরে—

'খাও-ওয়াং' নামে এক ক্ষুদ্র শৈল আছে। তার চূড়ায় তিনটি গহ্বর আছে। তার একেবারে ডানদিকের (পূর্ব্বতম) গুহায় পনের ফুট নীচে একটা পাথরের তলায় আছে এক সুড়ঙ্গ। তা' দিয়ে বিশ ফুট অগ্রসর হ'লে পাওয়া যাবে জাপানী সূর্য্য-পতাকা ঢাকা এক সিন্দুক। তার ভেতরে আছে 'মিচিগান্' জাহাজ থেকে লুণ্ঠিত স্বর্ণতাল।"

দু'জনে স্পন্দিত বক্ষে নির্নিমেষে সেই টুক্‌রো কাগজটি বারংবার পড়তে লাগল।

পাঁচ

সেদিন রাতে হোটেলে একটা নাচের বন্দোবস্ত ছিল। অজয় আর উৎপল স্থির করল সেই নাচে তারা উপস্থিত থাকবে। গুপ্তধনের কাগজ দুটি অবশ্য সব সময়ই তাদের কোন একজনের কোটের অভ্যন্তরে এক ছোট্ট পকেটে থাকবে। এবং তাদের প্রহরী হিসেবে একটা পিস্তলও সব সময় হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে।

"ডিনার" খাবার পর রাত দশটা লাগাদ বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত এক ঘরে নাচ আরম্ভ হ'ল। মধুর গীত-বাদ্যের সঙ্গে নারী-পুরুষের যুগল নাচ যেন এক অপূর্ব্ব কুহেলী সৃষ্টি করল। মাঝে মাঝে কিছুদূরে সমুদ্র থেকে আগত জাহাজের ধ্বনি যেন নৃত্যের পরিবেশকে আরও রহস্যময় করে তুলছিল। নাচে যোগদান করছিল এশিয়া এবং ইয়োরোপের বহু দেশের স্ত্রী-পুরুষ। অজয় আর উৎপল 'হলের' এক কোণে একটা টেবিলের কাছে বসে 'কফি'র সঙ্গে এই বিদেশী নাচ উপভোগ করছিল। নানা গোলযোগের পর এই বিশ্রাম সত্যিই তাদের খুব ভাল লাগছিল।

"আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'লে সুখী হব," মেয়েলী কণ্ঠ তাদের কাণে ভেসে আসল। দু'জনে চমকে পাশে চাইতেই দেখল লাল সিল্কের "গাউন" পরা একজন চীনা মেয়ে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। অজয় এবং উৎপল তাকে বসতে

বলে কিছু ঢাকা-চাপা দিয়ে তাদের পরিচয় দিল। সৌজন্যমূলক আলাপের মধ্যে আবিষ্কৃত হ'ল মেয়েটির নাম মিস্ চুয়ান।

কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর সে তাদের মধ্যে একজনকে তার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ করল। উৎপল নাচতে জানতো না, তাই সে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু অজয়ের কাছে এই Ball-নাচ একটি অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার। বিদেশে সে অনেকবারই এই নাচে যোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছে। তাই সে মহিলার সম্মান রক্ষার্থে এই নাচে যোগ দিল।

কিছুক্ষণ নাচ চলবার পর হঠাৎ দুম্ করে একটা রিভলবারের গুলীর আওয়াজ কাণে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মিস্ চুয়ান অজয়কে ছেড়ে দৌড়ে কোথায় যেন পালিয়ে গেল। ঘরে আরম্ভ হ'য়ে গেল এক প্রচণ্ড হট্টগোল। কেউ কেউ কোটের পকেট থেকে রিভলবারও বার করল। কি যে, হ'ল ব্যাপারটা পরিস্কার বোঝা গেল না। উৎপল ছুটে এল।

তার নজরে পড়ল মাটিতে একটা ছোট্ট শাণিত ছুরি। উৎপল সেটা কুড়িয়ে নিল। সকলের উৎসুক-দৃষ্টি পড়ল তারদিকে। 'হলে' একজন অষ্ট্রেলিয়ান মিলিটারি ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছোরাটা হাতে নিয়ে তার ফলাটা ভাল করে পরীক্ষা করে বল্‌লেন যে তা'তে বিষ মাখান আছে। অজয় শিউরে উঠল। সে বুঝল যে সে অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। ওই ধারাল অস্ত্রটি তার দেহে যদি একটুও প্রবেশ করত, তাহ'লে, হয়ত, সিঙ্গাপুরেই তার আয়ু সম্পূর্ণ

হ'য়ে যেত। এমন সময় কে যেন বলে উঠল "ভয় নেই মিঃ ব্যানার্জ্জি, এরকম বিপদ দুঃসাহসীদের জীবনে চিরকালই ঘটে থাকে।" অজয় এবং উৎপল চম্‌কে পেছন দিকে চেয়ে দেখ্‌ল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিমানের সহযাত্রী বন্ধু নায়-স্মৃচিত মৃদু মৃদু হাসছে। এতক্ষণ তাকে তারা দেখতে পায়নি, তাই তারা প্রথমে অবাক হ'য়ে গেল। তারা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল "কখন এলেন আপনি?" তারপর অজয় বল্‌ল "ব্যাপারটা কি হ'ল বলে আপনার মনে হয়।"

"কি করে বল্‌ব বলুন। তবে দূর থেকে যা দেখেছি তাতে মনে হয় যে আপনার নব পরিচিতা সঙ্গিনীই আপনাকে বিনাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময় আপনাব কোন এক পরিচিত কি অপরিচিত বন্ধুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলী মেয়েটির হাতের কব্জিতে লাগাতে আপনি বেঁচে গেলেন।" অজয় অস্ফুটস্বরে বলে উঠ্‌ল, "কে সেই বন্ধু?"

এরপর তারা দু'জন আর নাচের ঘরে থাকতে চাইল না। তারা দ্রুত ফিরে যেতে চাইল নিজেদের ঘরে। সেখানে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ তারা শুনতে পেল কার যেন দ্রুত পদশব্দ। পকেট থেকে রিভলবার বার করে তারা সাবধানে ঘরে ঢুকেই বৈদ্যুতিক আলোর "সুইচ্‌" টিপে দিল। ঘরে তারা যা দেখ্‌ল তাতে তাদের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেখল সমস্ত জিনিষ তচ্‌নচ্‌ করা। কাগজ-পত্র সব মাটিতে ছড়ান।

"দেখে তোর কি ধারণা হ'চ্ছে" জিজ্ঞেস করল উৎপল।

"কিছু ত বোঝা যাচ্ছে না।" উত্তর দিল অজয়।

"হয়ত, এটা সাধারণ চোরের কাণ্ড, কারণ দেখছিস না, আমাদের একটা 'সুট্‌কেস' চুরি গেছে। আমরা খুব ঠিক সময় ঘরে এসেছি। তা' না হ'লে, বোধ হয়, সবই চুরি হ'য়ে যেত।"

"আমার কিন্তু তা' মনে হয় না।"

"তোর কি মনে হয়?"

"সম্ভবতঃ সুট্‌কেসটা চুরি করেছে আমাদের ধোকা দেবার জন্য। শত্রু, হয়ত, আমাদের চোখে ধূলো দিতে চেয়েছে।"

"শত্রু বলতে তুই কাদের মনে করছিস?"

"শুন্‌লে অবাক হবি, কুওমিণ্টাং।"

"কুওমিণ্টাং!"

হ্যাঁ কুওমিণ্টাং; চীনের ওই রাজনৈতিক দলই আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে সোনার লোভে। এই ঘরে হয়ত এসেছিল তাদেরই কেউ আমাদের গুপ্তধনের নক্সাটা হস্তগত করবার জন্য এবং না পেরে সুট্‌কেসটা নিয়ে গেছে, কারণ বোঝাতে চেয়েছে সে সাধারণ তস্কর।"

ছু'জন ছুটো চেয়ার টেনে বসে খানিক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল. কয়েক মিনিট কাটবার পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল উৎপল। সে বল্‌ল "তোর ধারণা মেনে নেবার বিরুদ্ধে ছু'টো বড় বড় যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, কুয়োমিণ্টাং-এর পক্ষে এতখানি হীন কাজ করা সম্ভব কিনা। দ্বিতীয়তঃ, ওরা যদি সত্যিই সোনা

পেতে চায়, তবে আমাদের হত্যা করতে চাইছে কেন? কারণ আমরা মরে গেলে ওরা গুপ্তধনের খবর পাবে কি করে?

"তোর দুটো যুক্তিকেই, হয়ত, সহজেই ভুল প্রতিপন্ন করা যায়।"

"কি করে?"

"প্রথম কথা যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই যে কোন হীন কাজ করা সম্ভব। কারণ, সাধারণতঃ রাজনৈতিক কারণে কোন কিছু হীন কাজ করাই অপ্রচলিত নয়। আবাহমন কাল থেকে—দেশপ্রেম এবং রাজনীতির নামে অনেক জঘন্য ও নারকীয় কাণ্ড সংঘটিত হ'য়ে আসছে। এর বিরুদ্ধে ইতিহাস কোনকালেই তেমন করে প্রতিবাদ করেনি।

"সেটা না হয় বুঝলাম যে 'কুওমিণ্টাং' পার্টির টাকার দরকার, তাই তার দলের লোকরা 'মিচিগান' রণপোতের সোনার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আমার দ্বিতীয় যুক্তি খণ্ডন করবে কি করে?"

"এমনও হ'তে পারে যে, আমাদের শত্রুরা সকলেই একমত নয়। কেউ কেউ, হয়ত, আমাদের চেষ্টা দেখে আগেই আমাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে চায়, যাতে সেই সোনা কোনদিনই আমাদের হস্তগত না হয়। তারা, হয়ত, ভাবছে অন্য উপায়ে একদিন না একদিন সেই সোনা তারা পাবেই।"

"তোর কথা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু একটা জিনিষ এখন নিতান্ত রহস্যময় হয়ে আছে।"

"সেটা কি ?"

"কে আমাদের এই অজ্ঞাত বন্ধু ?"

"ভবিষ্যতে, হয়ত, আমরা তা' জানতে পারব। কিন্তু এখন সেটা সত্যিই অদ্ভুতভাবে রহস্যময়।"

"তবে একটা কথা আমার মনে হ'চ্ছে এবং সেটা ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে।"

"কোন্ কথাটা ?"

"আমাদের অজ্ঞাত বন্ধু নিশ্চয়ই 'কুওমিণ্টাং'এর বিরোধী। অবশ্য তোর কথামত যদি আমাদের শত্রুরা সত্যিই সেই চীনা দলের সভ্য হ'য়ে থাকে।"

এই আলাপের পর দু'জন ঠিক করল যে এই ব্যাপার নিয়ে হোটেলে কোন হৈ চৈ করবে না। কারণ তাতে তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'তে পারে।

ছয়

পরদিন সকাল থেকে অজয় আর উৎপলের প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল যত সত্বর সম্ভব উজোং-সালাং অথবা পুকেত দ্বীপের দিকে রওনা হওয়া। জাহাজ কোম্পানীগুলোতে 'ফোন' করে তারা জানতে পারল যে অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে কোন যাত্রিবাহী কিম্বা মালবাহী জাহাজ ওই দ্বীপের দিকে রওনা হবে না। এতে অজয় এবং উৎপল রীতিমত হতাশ হ'য়ে পড়ল। হোটেলের ম্যানেজারকে

তাদের নৈরাশ্যের কথা জানাতে তিনি মাথা-চুল্‌কে বল্‌লেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খবর নিয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে তা' জানাবেন।

অজয় এবং উৎপল যখন বুঝল যে সাম্‌নের কয়েক ঘণ্টা তাদের আর কিছু করবার নেই তখন তারা ঠিক করল সেই সময়টা সমুদ্রের ধারে 'র‍্যাফ্‌লস্‌ স্কোয়ারে' কাটিয়ে দেবে। তারা শুনেছিল যে যুদ্ধের সময় নেতাজী এই জায়গায় একটা বড় বক্তৃতা দেন। তা'তে ভারতীয় এবং জাপানী শ্রোতারা মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সেই সব কথা মনে করে তাদের মন দুঃখ এবং গর্ব্বে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। সমুদ্রের ধারে তারা দেখতে পেল 'আই, এন্‌, এ'র ভগ্ন এবং উৎপাটিত স্মৃতি-স্তম্ভের স্থানটি। তার দিকে তাকিয়েও তাদের মন শ্রদ্ধায় অভিভূত হ'য়ে গেল। তারা তখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগল যে, নেতাজীর স্বপ্ন কি মহান্‌ ছিল, কি বিস্ময়কর ছিল !

সমুদ্র বক্ষে অগণিত ভাসমান জাহাজের দিকে তাকিয়ে তাদের খুব ভাল লাগছিল। অজয় আর উৎপল যখন এই রকম তন্ময় হ'য়ে বৈদেশিক পরিবেশ দেখছে তখন হঠাৎ একটি চীনা বালক এসে তাদের একটা চিঠি দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। চিঠিটা খুলে দেখল তা'তে ইংরাজিতে লেখা আছে "এখনও ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তা, না হ'লে আপনাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। আজ বিকেলে এখানে একজন খোঁড়া ভিখারী আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসবে। তাকে 'মিচিগান' জাহাজের সোনার হদিশ দেওয়া নক্সাটি দিলে আপনাদের পাঁচ

হাজার সিঙ্গাপুর-ডলার দেওয়া হবে। না দিলে আজ রাতেই আপনাদের হত্যা করা হবে। ভিখারিটিকে পুলিশী জেরা করে লাভ হবে না। কারণ সে ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি। ইতি—"

চিঠিটা পড়ে দু'জনেই হতভম্ব হ'য়ে গেল। তারা বুঝল গুপ্তধনের লোভে তাদের শত্রুরা এবার উন্মত্ত হ'য়ে গেছে। তারা এখন নক্সাটি আদায়ের জন্য আরও নিষ্ঠুর পথ নিতে পারে।

"এও কি 'কুওমিণ্টাং' ?" বল্‌ল উৎপল।

"তাই ত মনে হয়" উত্তর দিল অজয়। "এরাই, বোধ হয়, কলকাতা থেকে আগাগোড়া আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করে চল্‌ছে।"

"তাহ'লে এখন কি করা কর্ত্তব্য বলে মনে হয়।"

"নক্সাটি শত্রুদের হাতে তুলে দেবার ত কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার মনে হয় আজ সন্ধ্যার আগে যে করে হোক পুকেত দ্বীপের দিকে রওনা হওয়া উচিত।"

"রওনা হওয়ারও ত কোন পথ দেখছিনা। এ পর্য্যন্ত ত জানতে পারা গেছে যে ওই দ্বীপ অভিমুখে কোন জাহাজই এখান থেকে আপাতত ছাড়ছে না।"

"তবে একটা পথ আছে।"

"সেটা কি ?"

"এখান থেকে ট্রেনে যদি উত্তর-মালয়ে পেনাং পর্য্যন্ত যেতে পারি, তবে সেখান থেকে জাহাজে 'পুকেত' যাওয়া বিশেষ শক্ত হবে না।"

"কিন্তু, দেখ্ তা'তে অনেক অবাঞ্ছনীয় গোলযোগ হ'তে পারে। এই ট্রেনে শত্রুরা নিশ্চয়ই পিছু নেবে এবং ফলে আমাদের হয়ত অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকবে।"

"তবে চল্ ম্যানেজারের কাছে একবার যাই। তিনি এর মধ্যে আমাদের জন্য কিছু বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন কিনা কে জানে।" বল্‌ল অজয়।

হোটেলে ফিরে যেতে ম্যানেজার ভদ্রতা করে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাদের বসতে বলে তিনি বল্‌লেন "দেখুন খবর পেলাম আজ দুপুরে আড়াইটার সময় টিনবাহী একটা ছোট জাহাজ যাচ্ছে "পুকেত" দ্বীপের দিকে। আপনারা কি সেটাতে যেতে রাজী আছেন? আপনাদের থাকা খাওয়ার খুব অসুবিধে হবে না।"

উৎপল জিজ্ঞেস করল "জাহাজটি'র মালিক কে আপনি কি তা' দয়া করে বলতে পারেন?"

"মালিক একজন 'ইন্দোনেশীয়' উত্তর দিলেন ম্যানেজার "এবং তিনি বড় ভাল লোক" যোগ দিলেন তিনি।

"জাহাজটির নাম কি বলতে পারেন?" অজয় প্রশ্ন করল।

"এস্, এস্, সুম্বা" জানালেন ম্যানেজার।

খাণিকক্ষণ আলাপের পর তারা ম্যানেজারকে জানাল যে ওই জাহাজেই তারা 'পুকেত' দ্বীপে যেতে রাজী। কারণ তাড়াতাড়ি না করলে তাদের একটা ব্যাবসার ব্যাপার সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। বলাবাহুল্য এই কথাটি সর্বৈব মিথ্যা।

"সিঙ্গাপুর 'ডকে' আপনাদের জাহাজে ওঠা পর্য্যন্ত সদা সতর্ক থাকবেন। আজকাল কিন্তু এখানে বড় ডাকাতের উৎপাত হ'য়েছে" বল্‌লেন ম্যানেজার।

অজয় মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে বল্‌ল "কি রকম! আপনি কি কাল রাতে নাচের সময়কার গোলযোগের কথা মনে করে বল্‌ছেন?"

"না, তবে আজকের এই 'Straits Times' কাগজটা পড়ে দেখুন", এই বলে ম্যানেজার একটা ইংরাজি খবরের কাগজের একটা স্থান তাদের দেখালেন। অজয় আর উৎপল স্পন্দিত হৃদয়ে সেই জারগাটা পড়ল। তার বাঙলা অর্থ অনেকটা এই রকম :—

"সিঙ্গাপুরে দস্যুদের জুলুম

সেরাঙ্গুন রোডে শোচনীয় হত্যাকাণ্ড

অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলীতে একজন রুগ্ন ভারতীয়ের মৃত্যু"

আর তলে অতীশ বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল বিবরণ দেওয়া আছে। সেটা পাঠ করে অজয় এবং উৎপলের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

খবরের কাগজের আর এক জায়গায় তারা দেখল র‍্যাফ্‌লস্ যাদুঘরের সামনের মোটর সংঘর্ষের কথাও ছাপান হ'য়েছে। ভাগ্যক্রমে, তাদের নাম সেখানে ওঠেনি। কাগজ পড়ে তারা বুঝতে পারল যে, তাদের ঘটনা নিয়ে সিঙ্গাপুরে কতকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে।

সাত

অজয় আর উৎপল যথাসময়ে এসে দাঁড়াল সিঙ্গাপুর ডকে। ইতিমধ্যে তারা পুকেত যাওয়ায় সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছে। তারা তাদের স্বল্প মোটমাট Customsকে দিয়ে কতকটা পরীক্ষা করিয়ে সাবধানে চারিদিকে নজর রাখতে লাগল, কারণ অজ্ঞাত শত্রুরা তাদের কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ করবে কে জানে। এইভাবে কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর উৎপল মন্তব্য করল "আমার কিন্তু ভাই মনে হ'চ্ছে শত্রুরা আমাদের এখানে আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না, কারণ প্রথম কথা আমরা প্রস্তুত এবং দ্বিতীয়তঃ এখানে অনেক লোক আছে।

"কিন্তু তুই একটা মস্ত ভুল করছিস্। আমাদের প্রস্তুতি এবং লোক সমাগমকে আমাদের আততায়ীরা ঘাব্‌ড়ায় না। র‍্যাফ্‌লস্ যাদুঘরের সামনে গুলী বর্ষণ এবং হোটেলে বল্‌নাচের সময় আমাকে হত্যার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভুলে যাস্‌নি।" উত্তর দিল অজয়।

তোর কথাও আমি অস্বীকার করি না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আমার পকেটের গুলী ভরা রিভলবারটা অনুভব করে নিচ্ছি।"

"আমিও।"

"কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়। জাহাজে ওঠা পর্য্যন্ত আমরা ধরে নেব, বিপদ থেকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইনি। শত্রু যে

কোন্ সময় আমাদের কিভাবে আক্রমণ করবে সেটা বলা মুস্কিল।”

“দেখা যাক্ কি হয়। আশা করি সিঙ্গাপুরের দরিয়ায় একটা ‘ট্রাফাল্‌গারে’র যুদ্ধ হবে না।”

অজয়ের কথায় উৎপল হেসে ফেল্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে “সুম্বা” জাহাজের একজন কর্ম্মচারি তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তখন দুপুর দুটো। কর্ম্মচারিটির নাম মিঃ দেদীপ্যমান।

তিনি জাহাজের মালিকের মত একজন ইন্দোনেশিয়ান। তিনি জানালেন যে S. S. Sumba ডক্ থেকে আধ মাইল দূরে সমুদ্র-বক্ষে “মূর” (Moor) করে আছে। একটা সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিন চালিত নৌকোয় জাহাজে উঠ্‌তে হবে।

উৎপল জিজ্ঞেস করল “জাহাজ ডকের ধারে নোঙ্গর করেনি কেন?”

“তার কারণ বড় বড় জাহাজগুলোই, সাধারণতঃ, সিঙ্গাপুর ডকের ধারে নোঙ্গর করবার অনুমতি পায়। ছোট শ্রেণীর জাহাজ সে অনুমতি পায় না।”

একটু মুচ্‌কে হেসে জবাব দিলেন মিঃ দেদীপ্যমান।

“কিন্তু এত জাহাজের মধ্যে ‘সুম্বা’কে চিন্‌ব কি করে?” প্রশ্ন করল অজয়।

“আপনাদের সে বিষয় ভাবতে হবে না। আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। দূর থেকে ‘সুম্বা’কে সহজেই চিন্‌তে পারবেন তার

'Funnel' এর রঙ দেখে। Funnel এর রঙ নীচ থেকে ওপর পর্য্যন্ত তিনভাগে সবুজ, সাদা এবং নীল।" উত্তর দিলেন ইন্দোনেশীয় নৌ-কর্ম্মচারি।

তারা তিনজন তাড়াতাড়ি একটা ছোট 'ডিজেল' ইঞ্জিন চালিত নৌকোয় চেপে বসল।

ধীরে ধীরে ঢেউয়ের ওপর দুলতে দুলতে নৌকা চলতে লাগ্‌ল দূরের দিকে। মিঃ দেদীপ্যমান এদিক ওদিকার নানা জাহাজ দেখিয়ে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন। অজয় এবং উৎপল তার কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল। তাদের মনে হ'তে লাগল, কি রোমাঞ্চকর এই সিঙ্গাপুর! কত অসংখ্য জাহাজ এখানে ভিড় করে আছে। কত ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে তারা ভেসে উপনীত হ'য়েছে এখানে! নিয়ে এসেছে কত সুদূরের বারতা।

হঠাৎ ঘস্ ঘস্ শব্দে তারা সচকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অজয় ডাইনে সমুদ্রের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে উৎপলকে বল্‌ল "চেয়ে দেখ্"। উৎপল এবং মিঃ দেদীপ্যমান চেয়ে দেখল তিনটি 'মোটর বোট' তাদের দিকে তীব্র বেগে জল কেটে আসছে।

"নৌকো তিনটের হাল-চাল ত বিশেষ সুবিধের মনে হ'চ্ছে না", ইংরাজিতে মন্তব্য করল উৎপল।

মিঃ দেদীপ্যমান ব্যাপারটি প্রথমটা হাল্কাভাবে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তিনি বল্‌লেন "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আজ বোধ হয়

আমাদের খুব বিপদে পড়তে হবে।” উৎপল নিরুপায় হ’য়ে তার রিভলবারটা বার করে একহাতে সেটা দৃঢ়ভাবে ধরে ‘বোট’ তিনটের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। অজয় কিন্তু চট্ করে কি যেন ভেবে তার, ‘ফিট্ ব্যাগ’খানা হাতড়ে বার করল একখানা ছোট্ট ‘ষ্টেন্ গান্’। ব্যাপার দেখে উৎপল এবং ইন্দোনেশীয় নাবিকটি অবাক হ’য়ে গেল। একজন মালয় অধিবাসী, যে নৌকাটা চালাচ্ছিল, তারও বিস্ফারিত চোখ নিবিষ্ট হ’ল অজয়ের দিকে। “এটা তুই কি করে নিয়ে এলি?” জিজ্ঞেস করল উৎপল।

“তোকে পরে বলব, আপাততঃ তৈরি হ” সংক্ষেপে উত্তর দিল অজয়। এদিকে দেখা গেল মোটর বোট তিনটে খুব কাছে এসে পড়েছে। তাদের মধ্যে সবশুদ্ধ রয়েছে প্রায় জন পনের চীনা। তাদের প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র। সামনের নৌকোটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন বেঁটে মতন চীনা। হাতে একটা বড় ধরণের শক্তিশালী রিভলবার। অজয়রা তাকে চিনতে পারল। সে সেই দুর্ব্বৃত্ত, যে সেরাঙ্গুন রোডে অতীশ বাবুর ঘরে অস্ত্র নিয়ে সদলে প্রবেশ করছিল। অজয় ঠোঁট কামড়ে বল্‌ল “এই লোকটাই আমার কাকার হত্যাকারী। দেখ্‌ছি আমার বোমাতে ওর মৃত্যু হয় নি।” এমন সময় বেঁটে চীনাটা চীৎকার করে বল্‌ল “নৌকা থামান, না হ’লে সকলকে জলে ডুবিয়ে মারব।” তিনটে ‘মোটর বোট’ সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করল। অজয় আর কোন কথা না বলে

নৌকোর মধ্যে নিজেকে একটু আড়াল করে লোকটাকে লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল তার 'ষ্টেন্ গান্'। সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে চীনাটা এবং তার দু' একজন সঙ্গী রক্তাপ্লুত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল 'বোটে'র পাটাতনের ওপর। দু' এক সেকেণ্ড পরে তিনটে মোটর বোট থেকে গুলী আসতে লাগল অনর্গল। অজয়রা, বোধ হয়, এই আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হ'ত, যদি না ঠিক সময় মিঃ দেদীপ্যমান এবং মালয় মাঝিটি খুব জোরে নৌকাটিকে বাঁ দিক দিয়ে চালিয়ে না দিত।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দূরে সিঙ্গাপুরের জল পুলিশের বোট দেখা গেল। তাদের আসবার আগেই চীনাদের তিনটে মোটর-বোটই উধাও হ'য়ে গেল এবং যেন মিশে গেল দূরে অসংখ্য জাহাজ এবং নৌকার মধ্যে। মিঃ দেদীপ্যমান ও তাদের অনুকরণে নৌকো চালিয়ে নিয়ে গেলেন অন্য দিকে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে। কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বল্লেন যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের অহেতুক সন্দেহ এসে পড়বে তাদের ওপর। ফলে তাদের পুকেত যাওয়া দূরের কথা সিঙ্গাপুরে থাকাও অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। অজয় এবং উৎপল তার কথায় সায় দিল। এরপর উৎপল এবং মিঃ দেদীপ্যমান অজয়কে তারিফ না করে পারল না। সে বুদ্ধি করে গোপনে 'ষ্টেন্-গান্'টা এনেছিল বলেই চীনা জল-দস্যুদের হাত থেকে এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া গেল। না হ'লে তাদের এতক্ষণে যে, কি অবস্থা হ'ত কে জানে।

উৎপল একবার ঠাট্টা করে বল্‌ল "তোর কাছে ত দেখছি অনেক রকম গোপন অস্ত্র থাকে। এরপর কোন বিপদের সময় হয়ত দেখব যে, তুই একটা বড় ক্রুপ্ কামান বার করেছিস। তোর দ্বারা দেখ্‌ছি কিছুই অসম্ভব নয়।" তার কথা শুনে অজয় মৃদু মৃদু হাসতে লাগল এবং বল্‌ল "অস্ত্রগুলো এত গোপন করে রাখি বলেই ত শত্রুরা টের পায় না এবং ফলে পর্য্যুদস্ত হয়। সব সময় জেনে রাখিস্ আমাদের পেছনে গোপন চক্ষু ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

আট

'সুম্বা' জাহাজে উঠবার পর অজয় এবং উৎপল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন্ মিঃ সহদেব তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন। তিনি তাদের জাহাজের সবচেয়ে ভাল কামরাটি দিলেন। তিনি ভারী আলাপী লোক। মিঃ দেদীপ্যমানের কাছে থেকে সব ঘটনা শুনে তিনি তার আন্তরিক সহনাভুতি জানালেন। বল্লেন "আজকাল ওই রকমই হচ্ছে। কি যে খারাপ দিন পড়েছে আজকাল, তা আর বর্ণনা করা যায় না। বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ চীণ-সাগরে আমি আজ বিশবছর ধরে জাহাজ চালাচ্ছি। কোন দিন কোন গোলমাল হয়নি, কিন্তু যুদ্ধ থামবার পর এই কয়েক বছর ধরে এই দুই দরিয়ায় যা জল-দস্যুদের উৎপাত হ'চ্ছে,

তা আর কোনদিন ধারণা পর্য্যন্ত করা যায়নি। সব হ'চ্ছে এই হতভাগা 'ডাচ্'গুলোর জন্য।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক হতাশ-ব্যাঞ্জক মুখভঙ্গি করলেন। অজয় এবং উৎপল বুঝল অন্যান্য ইন্দোনেশীয়দের মত মিঃ সহদেবও এক জন ভয়ঙ্কর ওলন্দাজ-বিদ্বেষী। বহুদিন ওলন্দাজদের অধীনে থেকে তাদের মনে এক স্বাভাবিক ডাচ্-বিদ্বেষ সৃষ্টি হ'য়েছে।

"ডাচ্‌রা এখন আপনাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে?" জিজ্ঞেস করল উৎপল।

"আমাদের ওপর তাদের ভীষণ রাগ। জাপানীদের পরজয়ের পর তারা চাইছে আবার আমাদের সুন্দর দ্বীপগুলোতে ভালকরে সাম্রাজ্যের পত্তন করতে। তারা অমাদের বোঝাতে চাইছে যে তাদের সাহায্য ছাড়া নাকি আমাদের একচুলও উন্নতি করা সম্ভব নয়। এখন যখন তারা দেখছে যে আমরা তাদের ফুলের বদলে কিরীচ দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি তখন তারা আক্রোশ বশতঃ সৈন্য সামন্ত এনে ইন্দোনেশিয়ার দরিয়ায় এক বিশ্রী গণ্ডগোল সৃষ্টি করে দিয়েছে।"

"ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কি? স্বাধীনতা না প্রতিহিংসা?" জিজ্ঞেস করল অজয়।

"আমাদের মূল মন্ত্র 'মার্ডেকা' অর্থাৎ 'স্বাধিনতা'। এবং সেই স্বাধিনতার জন্য দরকার হ'লে প্রতিহিংসা। সহস্র বিপদেও আমরা মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবনা।" এক আবেগময় কণ্ঠে বল্‌লেন ইন্দোনেশীয় নৌ-অধ্যক্ষ।

"সত্যিই আপনাদের দেশভক্তি দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে" বল্‌ল অজয়।

"কিন্তু আপনাদের মত ভারতবাসীদের সাহায্য ও সহনাভূতি ব্যাতিত আমাদের স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব। এক কথায় ভারতবর্ষই এখন এশিয়ার একমাত্র আশা।"

"আপনি নেতাজি সুভাস বোসকে দেখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ সিঙ্গাপুরে 'র‍্যাফ্‌লস্‌ স্কোয়ারে' বক্তৃতা দেবার সময় তাকে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। তাকে দেখবার পর আজ অবধি তাকে ভুলতে পারিনি। মনে আছে বড় বড় জাপানী জেনারেলরা পর্য্যন্ত তার কাছে কিরকম জড়সর হ'য়ে বসেছিল। সত্যিই তাঁর মত বড় নেতা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। বলতে সঙ্কোচ করবনা, আমাদের নেতা ডাঃ সুকর্ণও তার সমকক্ষ নন।"

তার কথার কোন উত্তর আর অজয় এবং উৎপল খুঁজে পেলনা। খানিকক্ষণ পরে ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দে জাহাজের নোঙ্গর উঠে গেল। ক্যাপ্‌টেন মৃদু হেসে বল্‌লেন "এবার আমাদের তরণী "সুম্বা" পুকেতের দিকে রওনা হবে।" অজয় এবং উৎপল করমর্দ্দন করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল বইরের 'ডেকে'।

নোঙ্গরতোলা হ'য়ে গেলে "সুম্বা" ধীরে ধীরে চলতে লাগ্‌ল সিঙ্গাপুরের বন্দর-এলাকা ছাড়িয়ে। তাদের এই দৃশ্য খুব ভাল লাগতে লাগল। মনে হ'ল পৃথিবীতে সবই ত

এই রকম যাওয়া আসার খেলা। উৎপল রেলিংএ ভর দিয়ে অজয়কে বল্‌ল "সত্যিই ভাই দেশে বসে থাকলে জগৎকে ঠিক্ চেনা যায় না। ফুলের পাপ্‌ড়ির মত যেন এর নানা রূপ চারদিকে মেলে রয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হয়" উত্তর দিল অজয় "এই জন্যই সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দু মহাজ্ঞানীরা সমগ্র সৃষ্টিকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা দিতেন। কথাটা একটা মহান সত্য।"

তারা যখন এইরকম আলাপে মগ্ন এমন সময় একজন চীনা বেয়ারা এসে ডাকল তাদের বৈকালিক চা পান করতে। স্মীত হাস্যে উৎপল অজয়কে বল্‌ল "হিমালয়ের পত্র-রস নিষ্কাসন করা হ'য়েছে। সে এখন আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। তাকে পান করে পুলকিত হবে চল।"

"তুমি আগে চল, আমি তোমার অনুগমন করি।" জানাল অজয়।

চা খেতে খেতে দু'জনে খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে বাঙলায় আলাপ করতে লাগল গুপ্তধনের বিষয় নিয়ে। অজয় বল্‌ল "এই জাহাজেও আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

"কেন ?" বল্‌ল উৎপল।

"এই জাহাজে দেখছি অনেক চীনা এবং মালয় খালাসী আছে। তাদের কার কি উদ্দেশ্য কে জানে ?"

"তা' ঠিকই বলেছিস ; আমাদের শত্রু যদি 'কুওমিণ্টাং' হ'য়ে থাকে তা'হলে ত এদের মধ্যে আমাদের সতর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক।"

"নিশ্চয়ই।"

"রাত্রে কিন্তু আমাদের সতর্কভাবে ঘুমোতে হবে।"

"মন্দ বলিস্‌নি। পালা করে একজন জেগে থাকলে বোধ হয় খুব ভাল হয়।"

দূরে সমুদ্রের ওপর একটা 'জাঙ্ক্'এর দিকে তাকিয়ে উৎপল উচ্ছসিত কণ্ঠে বল্‌ল "দেখ্ কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওই পালতোলা চীনে জাহাজকে।"

"সত্যিই ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে কর্ কত যুগ আগে থেকে বঙ্গোপসাগর, চীন-সাগর এবং আরও নানা সমুদ্রে এই ধরণের জাহাজ বানিজ্যের জন্য ভেসে বেড়াচ্ছে। খৃষ্টিয় চতূর্থ শতকে যে ভারত এবং চীনের মধ্যে এক বিরাট সামুদ্রিক বানিজ্য-পথ ছিল তার বৃত্তান্ত আমরা জানতে পারি বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের লেখা থেকে। প্রাচীন-কালের সেই বানিজ্যের সাক্ষীস্বরূপ আজও এই পালতোলা জাহাজ মৌসুমি বাতাশে ভেসে চলছে বঙ্গোপসাগরের নীল দরিয়ায়।"

"তোর ভেতর দেখছি একটা ঐতিহাসিক আত্মা বিরাজ করছে। সত্যিই তুই সৈন্যদলে যেয়ে যেন আরও মানসিক ঔৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছিস। তোর মত ঐতিহাসিক প্রেরনা

যদি আর সবাইর মধ্যে থাকে তাহ'লে আজ আমাদের বাঙলা দেশের অবস্থা অন্যরকম হ'য়ে যাবে। কেবল ছেলেভুলানো ছড়ারমত 'আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়' অথবা 'কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ' বল্‌লেই চল্‌বেনা। এগুলো সব এখন নিছক চালাকী কথায় পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে একটা সত্যিকারের হৃদয়ের অনুভূতি থাকার প্রয়োজন, একটা খাঁটি প্রাণের দরকার।" গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল উৎপল।

নয়

গভীর রাত্রি। অজয় ঘুমুচ্ছে তার বিছানায়। উৎপল তার রিভলবারটা হাতের কাছে রেখে, cabin এর দরজা আট্‌কে সাবধানে পাহারা দিচ্ছে, যাতে শত্রুর সম্ভাবিত আক্রমণকে রোধ করা যায়। চারদিক নিঝুম, কেবল জাহাজের ইঞ্জিনের একটানা আওয়াজ এবং মাঝে মাঝে সমুদ্রের দম্‌কা বাতাশ ঘরের দরজা প্রকম্পিত করে দিয়ে যাচ্ছে। উৎপল যেন জাহাজের দোলানিতে কতকটা Sea-sick হ'য়েই পড়ল; তার মনে হ'ল যেন সে বমি করে ফেল্‌বে। রাত প্রায় তিনটার সময় দরজায় কে যেন আস্তে টোকা দিল। উৎপল প্রথমে সেটাকে হাওয়ার আওয়াজ মনে করে তা'তে বিশেষ কান দিলনা। খানিকক্ষণ পরে আবার দরজাতে মৃদু

ঘা পড়ল। উৎপল বুঝল কেউ ভেতরে আসতে চাইছে। তার সারা দেহ উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। তবে কি শত্রু আসছে? সে আর ভাবতে পারল না। তাড়াতাড়ি অজয়কে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যাপারটা বলে এক হাতে পিস্তলটা ধরে ধীরে দরজার অর্গল খুলে হঠাৎ সেটা খুলে দিল। খুলেই দেখল মিঃ দেদীপ্যমান দাঁড়িয়ে আছেন একটা 'ওয়াটার প্রুফ' গায়ে দিয়ে। মুখ তার অত্যন্ত গম্ভীর। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারে। উৎপল তাড়াতাড়ি রিভলবারটা পকেটে রেখে তাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করল। ইন্দোনেশীয় ক্যাপ্‌টেন কেবিনে ঢুকে তার দরজা আট্‌কে দিয়ে একটা গদী-আঁটা বেঞ্চের ওপর ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। তার বর্ষাতির গা বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে লাগল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বল্‌লেন "এখন আমি কোন সুসংবাদ নিয়ে আসিনি। আপনাদের এ সময় ঘুমের ব্যাঘাত করবার জন্য সত্যিই আমি লজ্জিত। আপনাদের একটা খুব বড় বিপদ আসছে। সেই জন্যই আপনাদের সাবধান করতে এসেছি।"
"বিপদটা কি?" জিজ্ঞেস করল অজয় এক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

"আপনাদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে।"

"কারা এই ষড়যন্ত্র করছে? এবং কেনই বা করছে?" জিজ্ঞেস করল অজয় তার মনের ভেতরকার ভাব গোপন করে।

"আপনাদের বিরুদ্ধে কেন ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে, সে খবর আমি রাখিনা; তবে এইমাত্র আমি নিজ কানে আড়াল থেকে চীনা

এবং মালয় খালাসীদের মধ্যে আলাপে শুন্‌তে পেলাম যে,—কাল ভোরের আগে আপনাদের দু'জনকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। আমি বাধা দিলে নাকি আমাকেও বিনা-দ্বিধায় হত্যা করা হবে। সুতরাং, আমি আপনাদের জানাতে এসেছি, আপনারা সাবধান হ'ন।"

"কিন্তু এতলোকের বিরুদ্ধে আমাদের আত্ম-রক্ষা করা যে এক রকম অসম্ভব। কোন অস্ত্র দিয়েই ত এতগুলি দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়।" উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌ল উৎপল।

"কিন্তু আপনাদের ত আমি দস্যুদের হাতে এমনভাবে কুকুরের মত মরতে দিতে পারিনা" বল্‌লেন মিঃ দেদীপ্যমান।

"কিন্তু কি করে বাঁচব বলুন।" হতাশার সুর মিশিয়ে বল্‌ল অজয়।

"আমি অবশ্য একটা উপায় বার করেছি, জানিনা সেটা আপনাদের পছন্দ হবে কিনা। আমি এখনই একটা 'লাইফ্ বোট' সমুদ্রে নাবিয়ে দেব। আপনারা তা'তে করে চলে যান। সঙ্গে দিঙ-নির্ণয় যন্ত্র, মানচিত্র, খাবার জল. সব থাকবে।"

"সেই বন্দোবস্ত করতে ত সময় লাগবে।" বল্‌ল উৎপল।

"ইতিমধ্যে আমার আর্দ্দালিকে বলে দিয়েছি। এতক্ষণে বোধ হয়, সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে।" বল্‌লেন ক্যাপ্‌টেন।

অজয় বল্‌ল "মিঃ দেদীপ্যমান, সত্যিই আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কি করে যে এই ঋণ শোধ করব তা' ভেবে

পাচ্ছিনা। কিন্তু একটা কথা, এই গভীর রাত্রে 'লাইফ্‌ বোট' সমুদ্রে তলিয়ে যাবে না ত ?"

"না, আমার তা' মনে হয়না। তবে সবই ভগবানের হাতে।" বল্‌লেন মিঃ দেদীপ্যমান। তারপর তিনি যোগ করলেন তবে একটা আশার কথা এই যে, "পুকেত দ্বীপ আর এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ওর উপকূল এখান থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। জাহাজে থাকলে কাল সকাল সাড়ে আটটা লাগাদ ওই দ্বীপের বন্দরে পৌঁছে যেতেন।"

"কিন্তু পঞ্চাশ মাইলও যে অনেক দূর।" বল্‌ল উৎপল।

"উপায় নেই। চীনা এবং মালয় দস্যুদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে এই কষ্ট ও ঝুঁকি ঢের ভাল। তবে আশার কথা এই যে,—পথে কোন স্থানীয় পালতোলা জাহাজ পেতে পারেন।"

এমন সময় 'পোর্ট হোলে' কার যেন ছায়া দেখা গেল। অজয়ের সেদিকে নজর পড়তেই ছায়াটা চকিতে সরে যেতে চাইল। কিন্তু সেটা সরে যাবার আগেই অজয়ের রিভলবার নিঃসৃত গুলী 'পোর্ট হোলে'র কাঁচ চুর্‌মার্‌ করে বাইরে কাকে যেন ডেকের ওপর সশব্দে লুন্ঠিত করে দিল। এক মুহূর্ত্ত অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল। তারপর মিঃ দেদীপ্যমান, উৎপল এবং অজয় বাইরে যেয়ে দেখতে পেল একটা চীনা খালাসীর অচেতন দেহ। কাঁধ দিয়ে তার দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। বোঝা গেল ওখান দিয়েই রিভলবারের 'বুলেট্‌' চলে গেছে। সকলে

অজয় বাইরে গিয়ে দেখতে পেল একটা চীনা খালাসীর
অচেতন দেহ

সব চেয়ে ভীত হল আহত লোকটির হাতে তখনও একটা মুষ্টিবদ্ধ রিভলবার দেখে। মিঃ দেদীপ্যমান গম্ভীরভাবে বল্‌লেন "লোকটি আমাদের কথা শুন্‌তে এবং আপনাদের হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু এবার আপনারা পালান। আপনারা 'মৌচাকে ঢিল' দিয়েছেন। এক্ষুনি ওর দলের সবাই প্রতিশোধ নিতে আসবে। তখন আপনাদের পক্ষে জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।" তারপর একটু থেমে বল্‌লেন "আপনারা ভারতবাসী। আপনাদের আমরা ইন্দোনেশীয়রা ভালবাসি। তাই এত ভাবছি। না হ'লে, বোধ হয়, ব্যাপারটাকে নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিতাম।"

উৎপল এবং অজয় তার কাছে তাদের অসীম ধন্যবাদ জানাল ; এবং আরও বল্‌ল যে,—ইন্দোনেশীয়দের প্রতি ভারত-বাসীর, বিশেষ করে বাঙালীদের সহানুভূতি এবং ভালবাসাও কম নয়। এরপর আর বেশী সময়ক্ষেপ না করে অতি দ্রুত উৎপল এবং অজয় তাদের কতকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে 'লাইফ্ বোট'এ বসে সেটা ক্যাপ্‌টেনের সাহায্যে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। জলে নাববার সময় শুনতে পেল ডেকের ওপর দারুণ হৈ চৈ এবং গুলীর আওয়াজ। তারা বুঝ্‌ল চীনারা তাদের Cabin ঘিরে এলোপাতাড়ি গুলী চালাচ্ছে, তাদের ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে।

এত বিপদেও অজয় একটা রসিকতা করতে ভুল্‌ল না। সে চীনাদের উপলক্ষ করে বল্‌ল "ভাই বিড়ালদের ভাগ্যে আর

সিকে ছিঁড়ল না।" অন্ধকার সমুদ্রবক্ষে উৎপল একবার সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়ল।

দশ

প্রত্যুষের সূর্য্য উঠেছে বঙ্গোপসাগরের নীল লহরির ওপর। বহুদূরে উত্তর-পূর্ব্বে দেখা যাচ্ছে একটা নীল এবং ধোঁয়াটে উপকূল-রেখা। চারিদিকের মহান পরিবেশ এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে। একটা ক্ষুদ্র 'জীবন-তরি'র ওপর ভেসে চলছে উৎপল এবং অজয়। দু'জনের লম্বা লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে বিশৃঙ্খলভাবে। তাদের মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ। কিন্তু তার সঙ্গে একটা দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের ভাবও ফুটে উঠছে। অজয় ধরে আছে নৌকোর হাল। উৎপল বৈঠা বাওয়া পণ্ডশ্রম দেখে মিঃ দেদীপ্যমানের দেওয়া বঙ্গোপসাগর এবং টেনাসেরিম উপকূলের ম্যাপগুলি দেখছে। অজয় একটা স্যাণ্ডউইচ এক হাতে ধরে চিবোতে, চিবোতে এবং আরেক হাতে হাল শক্ত করে ধরে বল্‌ল "ওই বহুদূরের উপকূল-রেখাই, বোধ হয়, পুকেত দ্বীপ।"

"ম্যাপ দেখে আমারও তাই মনে হ'চ্ছে।" উত্তর দিল উৎপল।

"পুকেতই হোক্ কিম্বা অন্য কোন দ্বীপই হোক্ ওইখানেই আমাদের পৌঁছাতে হবে। নইলে খাদ্য এবং জলাভাবে মরতে

হবে। মিঃ দেদীপ্যমান যে খাবার এবং জল দিয়েছেন তা' আর তিন দিনের বেশী চল্‌বে না।"

কিন্তু ওখানে পৌঁছোতে ত অনেক সময় লাগবে।"

"যতক্ষণই লাগুক, মরার আগে পৌঁছতে পারলেই হোল।"

"তা' না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি জলাঞ্জলি দেব ?"

"না, কক্‌খনো নয়। তবে অবশ্য সবই ভগবানের হাতে।"

"ঠিকই বলেছিস। ভগবানের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক্।"

এইভাবে অসীম কষ্টের মধ্যেও উৎপল এবং অজয় কথা-বার্ত্তার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে লাগল। তারা বুঝে নিল পৃথিবীর সত্যিকারের দর্শন যে'—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ে উজ্জ্বল আশা পোষণ করা উচিত। হতাশা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ।

বেলা প্রায় বারটার সময় উৎপল হঠাৎ চেচিয়ে অজয়কে বল্‌ল "উত্তর দিকে চেয়ে দেখ্ একটা পালতোলা 'জাঙ্ক্' আসছে।" অজয় চেয়ে দেখল সত্যিই তাই ; অনেক দূরে একটা পালতোলা জাহাজ যাচ্ছে। সে কিছু হতাশ হ'য়ে বল্‌ল "ওর লোকদের ডাকা ত দেখছি অসম্ভব। এতদূর দিয়ে 'জাঙ্ক্'টা যাচ্ছে !"

"আমার মনে হয় জাহাজটি আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাছে চলে আসবে। কারণ ওটা চলছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে।" বল্‌ল উৎপল।

"তা' হ'তে পারে।"

"একটা বুদ্ধি করা যাক্।"

"কি ?"

"সুট্‌কেস্ খুলে বিছানার সাদা চাদরটা বার করে বাতাসে ওড়ান যাক্।"

"খুব ভাল বলেছিস্। ওটা একটা বৈঠার মাথায় বেঁধে ওড়ালে, বোধ হয়, সব চেয়ে ভাল হয়। কারণ তা' হলে অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে।"

"তথাস্তু, ওটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

উৎপল আর অজয় একটা লম্বা বৈঠার মাথায় একটা সাদা বিছানার চাদর বেঁধে দু'জনে মিলে ওড়াতে লাগ্‌ল। বৈঠাটা ভারী বলে একজনের জোরে সেটা ঝুললো না। তাদের নৌকোকে জাহাজের লোক দেখতে পেল কিনা বোঝা গেল না। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে 'জাঙ্ক্'টা খুব কাছে এসে পড়ল। এবার তাদের চাদর ওড়ানো বোধ হয়, 'জাঙ্কের' নাবিকরা স্পষ্ট দেখতে পেল। কারণ 'জাঙ্ক্'টা ধীরে ধীরে তাদের দিকে আসতে লাগল। অজয় আর উৎপলও প্রাণপণে নৌকোটা জাহাজের দিকে বাইতে লাগল। তারা বুঝ্‌ল তাদের মুক্তির আর বেশী দেরী নেই। কিছুক্ষণ পরেই তারা হয়ত পাবে উপযুক্ত খাদ্য এবং প্রচুর বিশ্রাম।

এগার

পালের জাহাজ "বজ্র-পূণ্য" যাচ্ছে পুকেত দ্বীপের দিকে। এই জাহাজটি খুব ছোট ধরণের এবং এর মালিক একজন শ্যাম দেশীয়। নাম সুদীপ্ত। তিনিই জাহাজের ক্যাপটেন। জাহাজটি মার্গুই বন্দর থেকে আসছিল কতকগুলি মাল নিয়ে। জাহাজটি নির্ব্বিবাদেই যাচ্ছিল। পথে কোন গোলমাল হয়নি। নায় সুদীপ্তের মোটা চাকর অনুপম সমস্তটা পথ তার মনিবকে বোঝাচ্ছিল যে পথে "ছাও নাম"রা (দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার উপকূল-অঞ্চলের এক শ্রেণীর সাগর-অধিবাসী) জাহাজ আক্রমণ করতে পারে। "ছাও নাম" জলদস্যুরা "বজ্র-পূণ্য" আক্রমণ করলে তাদের পরাজয় নাকি সুনিশ্চিত। অনুপমের এই সব ভীতিজনক কথায় মিঃ সুদীপ্ত এবং জাহাজের অন্যান্য 'থাই' নাবিকদের মনে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার হ'য়েছিল। তারা দিবারাত্রি ভয়ে ভয়ে থাকত কখন "ছাও নাম" জলদস্যুরা "বজ্র-পূণ্য"কে জ্বালিয়ে দেবে।

ভূঁড়ি মোটা অনুপম আমিরী কায়দায় একদিন সকলকে উপদেশ দিতে লাগল আর বোঝাতে লাগল "বুঝ্‌লে হে, তখনই বলেছিলাম, সঙ্গে কয়েকটা 'মেসিন্ গান' নিও। তোমরা ত আমার কথা শুন্‌লে না। এখন বোঝ ঠেলাটা। বুদ্ধদেব বলেছেন 'প্রমাদ মৃত্যুর পথ'। এখন চীনে তাঁতীদের বোনা ময়লা পালটা তুলে ধীরে, ধীরে মরণের দিকে এগিয়ে যাও।"

একজন খালাসী তাকে বল্‌ল "ভুল যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন কি করা যায় বলুন ত" ?

"অবশ্য তোমরা কিছু ভেবোনা। আমি থাকতে তোমাদের কোন ভয় নেই। এক একটা 'ছাও নাম'কে ধরে আমি টুঁটি টিপে জলে ডুবিয়ে মারব।"

একটা নিদারুণ আত্ম-বিশ্বাসের ভাব নিয়ে উত্তর দিল অনুপম।

এমন সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ল অনেক দূরে সমুদ্রের ওপর যেন এক টুক্‌রো সাদা কাপড় বিচিত্র ভঙ্গীতে উড়ছে। অনুপম ওদিকে বার দুই তাকিয়েই "ডাকাত, ডাকাত" বলে সভয় নিনাদ করতে করতে তার নিজের ঘরে যেয়ে দরজা আট্‌কে দিল। তার কাণ্ড দেখে অন্যান্য খালাসীদের ত চক্ষুস্থির। তারা দ্রুত এই খবরটা দিল ক্যাপ্‌টেন সুদীপ্তকে এবং তারপর তার উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুট্‌লো যে যার হাতিয়ার নিতে।

ক্যাপ্‌টেন সুদীপ্ত দৃপ্তভাবে তার ঘরে বসে এক কাপ গরম কফি গলধঃকরণ করছিলেন। খবরটা শুনে তিনি শূন্যে মারলেন এক লাফ। ফলে হাতের কফি শুদ্ধ পেয়ালা মাটিতে পড়ে গেল ভেঙ্গে। তারপর একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে তার দুরবীণটা নিয়ে ছুট্‌লেন বাইরে। সেখান থেকে দুরবীনটাকে চোখে লাগিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সমুদ্রের বক্ষ। তখন আসল জিনিষটা তার চোখে ধরা পড়ল। তিনি দেখতে পেলেন একটা ছোট জীবন-তরির ওপর বসে দু'জন ব্যক্তি

একযোগে একটা লাঠির মত জিনিষের মাথায় সাদা কাপর উড়িয়ে "বজ্রপূণ্যে"র দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। তারপর একমুহূর্ত্তে তার ভয়ের ভাব কেটে গেল এবং এক স্বাভাবিক মানবতার আহ্বানে নাবিকদের হুকুম দিলেন নৌকোটার দিকে জাহাজ চালাতে। কারণ ওই হতভাগ্য দু'জন লোককে তার উদ্ধার করতেই হবে। বলা বাহুল্য, দু'জন বিপন্ন বাক্তি অজয় এবং উৎপল। আসল ব্যাপারটা শুনে যদিও নাবিকদের ভয় এবং উদ্বেগ এক নিমিষে কেটে গেল, কিন্তু অনুপম যেন কেমন হ'য়ে গেল। এই ঘটনার পর সে আর কোন দিন খালাসীদের ওপর মুরুব্বিয়ানা করেনি। এরপর জাহাজের নাবিকরা মাঝে মাঝে আলাপ করত যে এর চেয়ে সত্যি সত্যি জলদস্যুরা আক্রমণ করলে হয়ত ভাল হ'ত। তবুও অনুপমের সব মজাদার গল্প শোনা যেত।

বার

'বজ্রপূন্য' জাহাজের একটা মাস্তুলের নীচে দাঁড়িয়ে অজয় এবং উৎপল কথা বলছে ক্যাপ্‌টেন সুদীপ্তের সঙ্গে। তারা যে ওই জাহাজের নাবিকদের দ্বারাই উদ্ধারপ্রাপ্ত হ'য়েছিল সে কথা এখানে বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। "পুকেত আর কতদূরে?" অজয় জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্‌টেনকে।

"আর বেশী দেরী নেই পৌঁছতে। পুকেতের বন্দর এখান

থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে।” উত্তর দিলেন মিঃ সুদীপ্ত কতকটা সহানুভূতির সঙ্গে সামনের এক স্পষ্ট উপকূল রেখার দিকে তাকিয়ে। কারণ, তিনি শুনেছেন যে একটি জাহাজ ডুব্‌বার উপক্রম হওয়াতে অজয়রা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জীবন-তরিতে।

“আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন? ওই বন্দর থেকে ‘খাও ওয়াং’ পাহাড় কত দূরে?” জিজ্ঞেস করল উৎপল।

“মাত্র দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে।” জবাব দিলেন ক্যাপ্‌টেন।

“আচ্ছা, ওই পাহাড়ে যাবার কোনও পথ আছে? আমরা ওখানে একবার যেতে চাচ্ছি, কারণ আমরা শুনেছি যে, ওখানে একটা মস্তবড় প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ আছে।” প্রশ্ন করল অজয়। বলাবাহুল্য তার বাক্যের দ্বিতীয়ার্দ্ধটি একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা। ওই রকম একটা কিছু বানিয়ে না বললে ক্যাপ্‌টেনের মনে তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন অহেতুক সন্দেহ জাগরূক হওয়া বিচিত্র হ’তনা।

“যাবার একটা সরু পায়ে চলা পথ আছে বলে ত জানি। কিন্তু ওরকম কোন মন্দিরের কথা আমি শুনিনি। তবে আপনারা যা শুনেছেন তা’ সত্যিও হ’তে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সব জায়গায় যে কত প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে তা’ গুনে শেষ করা যায়না।” বল্‌লেন মিঃ সুদীপ্ত।

“ঠিকই বলেছেন, এগুলো সম্বন্ধে ভাল ঐতিহাসিক এবং

প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা হ'লে, ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এক অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হবে।" বল্‌ল অজয়।

খানিক্ষণ পরে মিঃ সুদীপ্ত তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার নিজের ক্যাবিনে গেলেন। কারণ "বজ্রপূণ্য" তখন তার সাদা সাদা পালে বাতাশ লাগিয়ে পুকেত বন্দরের কাছে এসে পড়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে কতকগুলো পাল-তোলা এবং ইঞ্জিন-ওয়ালা জাহাজ। এই দৃশ্য অজয় আর উৎপলের খুব ভাল লাগতে লাগ্‌ল।

"বন্দরে পৌঁছে আজই কি রওনা হবি 'খাও ওয়াং' এর দিকে ?" জিজ্ঞেস করল উৎপল।

"আমার ত তাই ইচ্ছে।" বল্‌ল অজয়।

"আবার না জানি কত বিপদ আছে ওই পাহাড়ের পথে। কে জানে, হয়ত, জেনারেল তেরুচির গুপ্তধন কোনদিনই আমাদের হাতে আসবে না।"

"তোর মনে কি নৈরাশ্য এসেছে ?"

"মোটেই নয়। এটা নৈরাশ্য নয়, এটা অনুভূতি।" হেসে ফেল্‌ল উৎপল। সত্যিই তার মনে একটু হতাশা সঞ্চার হ'য়েছিল। কিন্তু অজয়ের কথায় তা' কেটে গেল।

তের

প্রভাতের মিষ্টি সূর্য্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। পুকেত দ্বীপের সবুজ বনানী যেন আজ এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হ'য়েছে। একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশের ছোট একটি পায়ে চলা পথ দিয়ে যাচ্ছে অজয় এবং উৎপল। ছু'জনের পায়েই ভারী 'বুট'। সঙ্গে তাদের রিভলবার। এ ছাড়া অজয়ের পিঠের একটা চামরার থলিতে তার "ষ্টেন্‌গান্"-টাও লুকোনো রয়েছে। কারণ দরকার হ'লে সেটাও কাজে লাগতে পারে।

"সাম্‌নে প্রায় মাইল ছুয়েক দূরে যে, পাহাড়টা রয়েছে, ওটাই, সম্ভবতঃ, খাও ওয়াং" চোখে একটা 'বাইনাকিউলার' লাগিয়ে বলে উঠ্‌ল অজয়।

"নিশ্চয়ই ওটা, ম্যাপের বর্ণনার সঙ্গে ওই পাহাড়টা একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে।" জোরের সঙ্গে বল্‌ল উৎপল। উত্তেজনায় তার কপাল দিয়ে তখন বিন্দু, বিন্দু ঘাম ঝর্‌ছে।

"আমাদের এখন জোরে পা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ, মনে হয় এখন প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই অত্যন্ত মূল্যবান।"

"সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।"

হঠাৎ দূরে একটা খস্‌ খস্‌ আওয়াজ হ'ল। তারা ছু'জন চম্‌কে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জিনিষটা কিছু নয় ভেবে আবার তারা চলতে লাগল পুকেতের সবুজ

অরন্যানীর মধ্য দিয়ে। যেতে, যেতে অজয় বল্‌ল "দেখ ইংরাজিতে Sixth sense বলে একটা কথা আছে। এর মানে কোন কিছু আগের থেকে অকারণে অনুভব করবার ক্ষমতা। এখন আমার এই sixth sense এ কি হ'চ্ছে জানিস? আমার মনে হ'চ্ছে কে বা কারা যেন অশরীরীর মত আমাদের দু'জনকে অনুসরণ করছে।"

"তা' হ'তে পারে, কারণ Sumbaর চীনারা নিশ্চয়ই আমাদের আগে এই দ্বীপে পৌঁছে গেছে" বল্‌ল উৎপল তার পকেটের রিভালবারটাকে দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে।

এইভাবে কয়েক মিনিট এগোবার পর অজয়ের অনুভূতিই সত্যি বলে প্রমাণিত হ'ল। হঠাৎ তারা খুব কাছে কর্কশ ইংরাজি শব্দে শুনতে পেল "মাথার ওপর হাত তুলে ওইখানে দাঁড়াও। এক পা নড়লেই গুলি করে হত্যা করব।"

একমুহূর্ত্ত ভাববার অবকাশ পাবার আগেই তারা প্রায় বার, তের জন রাইফেলধারী চীনাদ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে গেল। তাদের দু' একজনকে তারা 'সুম্বা' জাহাজের খালাসী হিসাবে চিন্‌ল। অজয়ের মনে হ'ল একজনকে সে কলকাতায় চীনাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সময় দেখেছে। তারা দু'জন মাথার ওপর হাত তুলতে বাধ্য হ'ল। চীনাদের মধ্যে একজন অজয় ও উৎপলের রিভলবার, এবং 'ষ্টেনগান' ভরা ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে দূরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তাদের নেতা একজন

আমেরিকান খাকির সামরিক পোষাকে-ভূষিত যুবক অজয়ের পাঁজরে একটা দামী 'অটোমেটিক' রিভলবার চেপে ধরে কঠিন বিদ্রুপের স্বরে বল্‌ল "ম্যাপখানা এক্ষুণি দিন; না দিলে আমি 'ট্রিগারে' চাপ দিতে বাধ্য হব। একটা উত্তপ্ত সীসার গুলি হজম করবার সাধ্যি, নিশ্চয়ই আপনার নেই।"

"আপনি কোন্ অধিকারে 'নক্সা' চাচ্ছেন, যদিও সেটা আমাদের কাছে নেই।" দৃপ্ত কণ্ঠে বল্‌ল অজয়।

"চীনের স্বর্গীয় ভূমির 'কুওমিণ্টাং' গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার গোপন সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ক্যাপ্‌টেন উ তার আপন অধিকারে ম্যাপটি চাইছেন। আমরা জানি 'মিচিগান' জাহাজের সোনার লোভে আপনারা এখানে এসেছেন। আমি কলকাতা থেকে আপনাদের অনুসরণ করে আসছি।"

তার এই গর্ব্বিত উক্তিতে কিছুমাত্রও ভীত না হ'য়ে অজয় বল্‌ল, "দেশে ফিরে যেয়ে আমরা সারা ছুনিয়াকে জানিয়ে দেব আপনারা 'কুওমিণ্টাং', এর মত বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের নামে কত বড় সব ঘৃণ্য কাজ করছেন।

হো হো করে অট্টহাস্য করে ক্যাপ্‌টেন উ বল্‌লেন "ছুঃখের বিষয় দেশে আর ফিরে যেতে হবে না। এইখানেই আপনাদের মৃতদেহ কবর দিয়ে আমরা চলে যাব।"

এমন সময় একজন চীনা তাকে সম্বোধন করে উত্তেজিতভাবে কি যেন বল্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্‌টেন উ বলে উঠ্‌ল

"মিঃ ব্যানার্জি, আপনাকে আর এক মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে সেটা না দিলে আমরা জোর করে সেটা নিয়ে নেব এবং আপনাদের এইখানেই হত্যা করব। নক্সাটা দিয়ে দিলে আমরা হলপ করে বলছি, আপনাদের ছেড়ে দেব।"

"সত্যিই ছেড়ে দেবেন?" বল্‌ল অজয়।

"এই দেখুন, তা' হ'লে সেটা আপনাদের কাছে আছে।

নিশ্চয়ই আপনাদের ছেড়ে দেব। নক্সাটা দিয়ে আমাদের কাজ, সেটা আমাদের পেলেই হ'ল।"

উৎপল অজয়কে বাঙলায় বল্‌ল "ওটা দিয়ে দে। এই পশুগুলোর হাতে বেশীক্ষণ থাকা সমিচীন নয় বলে মনে হচ্ছে।"

ক্যাপ্‌টেন উ তার হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার প্রস্তাবিত মিনিট উত্তীর্ণ হবার আগেই অজয় একটুক্‌রো কাগজ তার হাতে তুলে দিল তার পোষাকের এক গোপন পকেটে হাত দিয়ে। "এবার আমাদের ছেড়ে দিন" সে বলে উঠ্‌ল।

'হো, হো' করে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে চীনা অফিসারটি বল্‌লেন "না আপনাদের এখন মরতে হবে।"

"এ বিশ্বাসঘাতকতা" বল্‌ল অজয়। ক্যাপ্‌টেন উ এর প্রত্যুত্তরে ঠাস্‌ করে একটা চড় মারল অজয়ের গালে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চীনা তাদের সামনে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল তাদের দিকে রাইফেল তাগ্‌ করে। অজয় আর উৎপল বুঝল তাদের মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই। তখন তারা

নির্ভীক ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'ল। এতটুকু আক্ষেপ অথবা বিলাপ তারা করল না।

চীনারা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাপ্‌টেন উ এক, দুই ও তিন বল্‌লেই তারা ঘোড়া টিপ্‌বে .....“এক” “দুই” বলে উঠ্‌ল ক্যাঃ উ। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাদের মৃত্যু হবে।......

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দ হ'ল। অজয় আর উৎপল জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ল।

চৌদ্দ

যখন জ্ঞান হ'ল তখন অজয় আর উৎপল দেখল তারা একটা ঘরে দু'টো বিছানার উপর শুয়ে আছে। তারা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর চোখ মেলে চেয়ে দেখল তাদের আশে পাশে কয়েকজন চীনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। অজয় দেখতে পেল একজন ডাক্তারের হাতে ইঞ্জেক্সেনের ‘সিরিঞ্জ’। সে বুঝতে পারল তারই ইঞ্জেক্সেনের ফলে তাদের এক সঙ্গে জ্ঞান ফিরে এসেছে। তার আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়তে লাগল।......তবে তারা বেঁচে আছে......গুলিতে মরে নি!

“আপনারা দয়া করে শান্ত হ'য়ে থাকুন। দুর্ব্বল শরীরে বেশী নরবেন না।” কে যেন বলে উঠ্‌ল। অজয় ঘাড় বাঁকিয়ে

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দ হল

দেখল নায় সুচিত। সে অবাক হ'য়ে গেল। তবে কি নায় সুচিত আসলে তাদের শত্রুদলে। নায় সুচিত, বোধ হয়, তার ভাব বুঝতে পারল সে বল্ল "ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদের শত্রু নই।"

উপস্থিত অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে অজয় জিজ্ঞেস করল "তবে ওরা কারা ?"

"ওঁরা জাপানী, বিখ্যাত 'কোকুরিউ-কাই' সমিতির সদস্য।"

"কোকুরিউ-কাই কথাটির অর্থ ?"

"কালো ড্র্যাগণ (Black Dragon)।"

"আমাদের ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের কি সংশ্রব থাকতে পারে বুঝ্‌লাম না।"

"খুবই সহজ, খাও ওয়াং পাহাড়ে লুকোনো জেনারেল তেরুচির সোনা 'কোকুরিউ-কাই'য়ের প্রাপ্য।"

"আপনি ত' শ্যাম দেশীয়, আপনার তা'তে কি আসে যায় ?"

"আমিও ওই সমিতির একজন সদস্য।"

"কিন্তু নক্সা ত ক্যাপ্‌টেন উর হাতে।.........একটা কথা, আমাদের কে রক্ষা করেছে বলতে পারেন ?"

"আমাদের গুলিতে ক্যাপটেন উ এবং তার দলের সকলেই নিহত হ'য়েছে। তার মৃতদেহের পোষাকের পকেট থেকে আমরা নক্সাটি পেয়েছি। আমরা ঠিক সময় না আসলে আপনাদের রক্ষা করা অসম্ভব হ'ত। জেনে রাখবেন কলকাতা, সিঙ্গাপুর এবং এই পুকেত দ্বীপে 'কোকুরিউ-কাই'ই আপনাদের বারংবার

রক্ষা করেছে। অবশ্য, তারা আপনাদের একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেনি। তারা, প্রথমতঃ, চেয়েছিল 'কুওমিণ্টাং' এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে এবং দ্বিতীয়তঃ তারা আপনাদের অনুসরণ করে নিশ্চিন্তে গুপ্তধনের জায়গায় পৌঁছাতে চেয়েছিল।"

"তবুও আমাদের এই ভাবে রক্ষা করবার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।" বল্‌ল উৎপল।

খানিক্ষণ ভেবে অজয় বল্‌ল "আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, কলকাতায় আমাকে ক্যাপ্‌টেন লীর হাত থেকে কে বাঁচিয়েছিল? নক্সাটা ত ইচ্ছে করলে আপনারাই জোর করে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে পারতেন।"

"আমিই আপনাকে ক্যাপ্‌টেন লীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আমার গুলিতেই তার মৃত্যু হয়। নক্সাটা নেইনি এই জন্য যে তা'তে কুওমিণ্টাং এর সঙ্গে আমাদের প্রকাশ্য সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতে হ'ত। এদিকে তারা আমাদের চেয়ে দলেও অনেক ভারী।"

এমন সময় চশমা চোখে একজন জাপানী ভদ্রলোক অজয়কে সম্বোধন করে বল্‌লেন "আপনাদের প্রাণ রক্ষার আর একটা বড় কারণ হ'ল, আপনারা কর্ণেল তামুরার সুহৃদ মিঃ অতীশ ব্যাণার্জ্জির আত্মীয়।"

অজয় বুঝ্‌ল 'কোকুরিউ-কাই' উৎপলকেও তার কাকার আত্মীয় বলে ধরে নিয়েছে।

সে কৌতুহলী হ'য়ে জিজ্ঞেস করল "কর্ণেল তামুরা এখন কি করছেন বলতে পারেন ?"

"আমেরিকানদের বিচারে টোকিওতে তাঁর ফাঁশী হ'য়ে গেছে।" বলে জামার আস্তিনে মুখ ঢাকলেন তিনি। এমন সময় অন্য একজন জাপানী বলে উঠ্‌ল "শিশুর মত দুর্ব্বল হবেন না লেফ্‌টেনাণ্ট হায়াশী।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অজয় মিঃ হায়াশী এবং নায় সুচিতকে জিজ্ঞেস করল "এবার আমাদের কি করতে হবে ? তবে কি খাও ওয়াং এর স্বর্ণ-ভাণ্ডারের ওপর আমাদের সমস্ত আশা ছাড়তে হবে ?"

"আজ বিকেল চারটায় এখান থেকে একটা শ্যামদেশীয় 'প্রাইভেট' বিমান কলকাতার দিকে উড়বে। ওইটা করে চলে যাবেন।

ওই সোণার ওপর আপনাদের আশা ছাড়তে হবে।...... কারণ জাপান আবার একদিন জাগ্‌বে......তার পুণরুত্থানের সময় ওই সোণা আমাদের কাজে লাগবে। ওই সোণার ওপরই কতকটা নির্ভর করছে মিকাডো (রাজা) এবং নিপ্পণের পুণঃ প্রতিষ্ঠা। আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন।" গভীর উত্তেজনায় লেঃ হায়াশী কাঁপতে লাগলেন। খাণিক্ষণ পরে তিনি আবার বল্‌লেন ঃ

"আপনারা চিন্তিত হবেন না, ওই স্বর্ণ-ভাণ্ডার থেকে

কুরি পাউণ্ড সোণা 'কোকুরিউ-কাই' আপনাদের যথাসময়ে গোপনে কলকাতায় পৌঁছে দেবে।"

অজয় আর উৎপল যুগপৎ সহানুভূতি এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লেঃ হায়াশীর দিকে তাকিয়ে রইল।......যথাসময় বিকেল চারটার সময় দেখা গেল একটা 'এরোপ্লেন'কে তীব্রবেগে কলকাতার দিকে উড়তে।

সমাপ্ত